NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সকলকে জানাই শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা

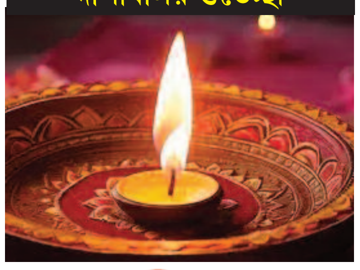

৪ পশ্চিম গাজীপুরের চক্রবর্তী পরিবারের জোড়া কালীপুজো!

সাতসকালেই শুট আউটে মৃত্যু ব্যবসায়ীর, দাবি লক্ষ্যভ্রষ্টের ৫

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ১৪ কার্তিক ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.10.2024, Vol.18, Issue No. 139 8 Pages, Price 3.00

আলোকের এই ঝর্নাধারায়...

আলোয় সেজে উঠেছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। ছবি: অদিতি সাহা

অযোধ্যার সরযূ তীরে ২৮ লাখ প্রদীপ জ্বালিয়ে পালিত হলো দীপোৎসব। ২৮ লাখ প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেডর্কের পথে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

বারাসাতের তেল সংশোধনাগার কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

মৃত এক, ঝলসে গেলেন বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের বাদুবাজার কাঞ্চনতলা এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে আচমকা আগুন লাগে বারাসাতের একটি তেলের কারখানায়। এটি একটি পেট্রল ও ডিজেল সংশোধনাগারের কারখানা। প্রাথমিক ভাবে কারখানার কর্মীরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি তাঁরা। খবর যায় দমকল বাহিনীর কাছে। রাসায়নিক-সহ অন্যান্য দাহ্য বস্তু থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় গোটা কারখানায়। অনেক দূর থেকে কালো ধোঁয়া দেখতে পান পথচলতি মানুষেরা।

অগ্নিকাণ্ডের পরেই দমকলের পাঁচটা ইঞ্জিন এবং দুটি পাম্প ঘটনাস্থলে এসে পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রন করে। পুলিশ এবং দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম বিশ্বনাথ বোস। জখম দুই শ্রমিক জয়দেব কর্মকার (৬২), শের আলি (৬৫)। তাদের বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আছেন মালিকের জামাই কুলদীপ সিং।

দেগঙ্গা বিধানসভার অধীনে দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের চণ্ডীগড়ি গ্রামের ভিতরেই রয়েছে বসুজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যাল নামের একটি কারখানা। এখানে পেট্রল এবং ডিজেল শোধণ হয়। কারখানায় কাজ করতেন ১২ জন শ্রমিক। এদিন কাজ করছিলেন তিনজন শ্রমিক। তাদের সঙ্গেই কারখানায় ছিলেন মালিক সুশান্ত বোসের জামাই কুলদীপ সিং। স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল কারখানার কাজকর্ম। কিন্তু আচমকাই ঘটে গেল বিপত্তি। বুধবার দুপুর দেড়টার সময় তেল শোধনের জায়গা থেকেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লেগে যায়। তেল শোধনাগার হওয়ায় কারখানার ভিতরে বেশ কিছু জারে তেল মজুত ছিল। দাহ্য সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

২০ হাজার লিটার তেল মজুত ছিল বলেই কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে। এতবড় কারখানা হওয়া সত্বেও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার পরিকাঠামো সেভাবে ছিল না বলেই অভিযোগ। অগ্নিকাণ্ডের পরেই ঘটনাস্থলে আসেন বারাসাত -১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। গ্রামের ভিতরে তেল শোধনের এই কারখানায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কেমন ছিল, সেটা দমকলের কর্তা এবং পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই প্রসঙ্গে দমকলের উত্তর চব্বিশ পরগনার ডিভিশনাল অফিসার সরোজ কুমার বাগ বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে,অগ্নিকাণ্ডের জায়গা থেকে তেল লিকেজ হচ্ছিল বলেই মাঝেমধ্যে আগুন দেখা যায়। দমকলের কর্মীরা অতি সক্রিয়তার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছেন। তবে,তেল লিকেজ হওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে। পাঁচটা ইঞ্জিন এবং দুটো পাম্প লাগাতার ভাবে আগুন নেভানোর কাজ করেছে। কারখানায় কিভাবে আগুন লেগেছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' বারাসাতের এসডিপিও বিদ্যাগর আজিঙ্কা অনন্ত বলেন,'অগ্নিকাণ্ডের পরেই দ্রুত পুলিশ এসে অগ্নিদগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কল্যাণীতে স্বামীর সামনে গণধর্ষিতা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামীর সামনে স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল নদিয়ার কল্যাণীতে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার আট জন। পুলিশ জানিয়েছে, 'নির্যাতিতা'র মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তদন্তে। রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (সদর) সিদ্ধার্থ ধাপোলা বলেন, 'তদন্তের শুরুতেই আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁদের।'

'নির্যাতিতা'র স্বামী পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি জানিয়েছেন, বুধবার ভোরে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কল্যাণীর কাঁচরাপাড়া রেলসেতু দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েক জন তাঁদের উপর হামলা চালান। মহিলাকে টেনেহিঁচড়ে সেতুর নীচে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন তাঁরা। এর পরেই স্বামী-স্ত্রী পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর প্রথমে চার জন এবং পরে আরও চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবারই ঘটনাস্থলে তিন জন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে। সেখান থেকে ভাঙা কাচের চুড়ি, টিফিন বাক্স মিলেছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সন্দীপ ঘোষ বলেন, 'একটা গণধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নমুনা ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। পুলিশি তদন্তের সঙ্গে রিপোর্ট যুক্ত হবে।'

কেন্দ্রের আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত

রাজ্যের কোষাগার থেকেই এবার গৃহহীনদের বাড়ি তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের আবাস যোজনা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত এ রাজ্য। নিজস্ব কোষাগার থেকেই ওই প্রকল্পে গৃহহীনদের বাড়ি তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ওই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের আরোপিত অমানবিক কোনও শর্ত মানা হবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এবার এই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শর্তের জাতাকলে পড়ে যাতে গরিব মানুষ ওই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

রাজ্যে ৫ জেলা বাদ দিয়ে আবাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা চলছে। পুরনো তালিকায় থাকা ৩৬ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে কতজন এখনও বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়ার উপযুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার উপভোক্তার ক্ষেত্রে যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ২১.৪৩ শতাংশের নাম বাদের তালিকায় রয়েছে প্রাথমিকভাবে। আর সেই নাম বাদের বিষয়টি সামনে আসতেই জেলায় জেলায় সমীক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে যেতেই তিনি নির্দেশ দেন, বিষয়টি আরেকবার ভালো করে খতিয়ে দেখতে। সেই নির্দেশের জেরে এদিন দুপুরে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকেরাও। সেই বৈঠকেই মুখ্যসচিব জানিয়ে দেন, যাদের নাম সমীক্ষায় বাদ গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে যোগ্য কেউ বাদ গেলেন কি না তা খতিয়ে দেখতে অভিজ্ঞ আধিকারিকদের দিয়ে পুনরায় যাচাই করাতে হবে। তবে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, সমীক্ষা শুরুর আগেই রাজ্য সরকার ১০ দফা শর্ত তৈরি করে দিয়েছিল যেগুলি মেনে সমীক্ষা করা হচ্ছে। সেই সব শর্তে বলে দেওয়া হয়েছিল, বাড়িতে ৩ বা ৪ চাকার মোটরগাড়ি, ৩ বা ৪ চাকার কৃষি সরঞ্জাম থাকলে, পরিবারে কোনও সরকারি কর্মচারী বা মাসে ১৫ হাজার টাকা উপার্জন করা কোনও সদস্য বা আয়কর দেন এমন কোনও সদস্য থাকলে বা আড়াই একরের বেশি চাষযোগ্য জমি থাকলে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া যাবে না। এমন মোট ১০টি শর্ত রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আবাস প্রকল্প থেকে নাম বাদ পড়ার খবর ছড়াতেই একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আবার নাম বাদ পড়ার জেরে শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, শর্ত অপেক্ষা গুরুত্ব পাবে সরকারের 'মানবিক মুখ' । উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৮২০০ কোটি টাকা প্রায় তিন বছর ধরে আটকে রেখেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। তবে বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, মে মাসের মধ্যে কেন্দ্র সরকার টাকা না দিলে রাজ্য সরকারই সাড়ে ১১ লক্ষ পরিবারকে পাকা বাড়ি করে দেবে। সেই মতো ওই সাড়ে ১১ লক্ষ মানুষকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেয় রাজ্য। ঘোষণা করা হয় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসেই বাড়ি বানাবার জন্য রাজ্য সরকার ৬০ হাজার টাকা করে দেবে। তবে সেই টাকা কারা কারা পাবে তার জন্য আগে হবে সমীক্ষা।

তড়িদাহত হয়ে মৃত শিশু

দীপাবলি উৎসবের ঠিক আগে হাহাকার। বাড়ির পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু হল বাড়িতে লাগানো আলোতেই তড়িদাহত হয়ে। হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরেও তাকে বাঁচাতে পারেননি বাবা-মা। ঘটনাটি দিল্লির মুকুন্দপুরের রাধাবিহার এলাকার। মৃত শিশুটির নাম সাগর।

করমণ্ডলকাণ্ডে জামিন

মঙ্গলবার ধৃত তিন জনকে জামিন দিল ওডিশা হাইকোর্ট। করমণ্ডল দুর্ঘটনার পর গত বছরের ৭ জুলাই তাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। প্রত্যেকের ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরই সাইবার প্রতারণার এই নতুন ছক নিয়ে পদক্ষেপ শুরু করল কেন্দ্র। 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য এ বার উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অমিত শাহের মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানেই নতুন কমিটি পরিচালিত হবে। কমিটির মাথায় থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (১৪সি) দেশের প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে বলে মন্ত্রক সূত্রে খবর। সাইবার অপরাধ চক্র প্রায়ই কোনও না কোনও নতুন পন্থা অবলম্বন করে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে বিপদে পড়েন সাধারণ মানুষ। টাকা খোয়ানো

থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নথি হাতানোর মতো অপরাধ ঘটে। বর্তমানে সাইবার প্রতারকদের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'। মাস কয়েক আগেও এই নতুন শব্দবন্ধ অপরিচিত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে পুলিশ ও তদন্তকারী আধিকারিকদের কপালে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাইবার অপরাধ নথিভুক্তির পোর্টাল (এনসিআরপি)-র তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে ৭ লাখ ৪০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০২৩ সালে গোটা বছরে অভিযোগ জমা হয়েছিল সাড়ে ১৫ লাখের কিছু বেশি। ২০২২ সালে অভিযোগ জমা পড়েছিল সাড়ে ৯ লাখের কিছু বেশি। পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায়, উদ্বেগ কতটা গুরুতর। উল্লেখ্য, গত রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেন মোদি। দেশের কোনও আইনে এই ধরনের গ্রেপ্তারির কথা বলা নেই। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সাবধান করে বলেন, 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারির জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন। তদন্তের জন্য কোনও সরকারি সংস্থা কখনওই আপনার সঙ্গে ফোনে বা ভিডিয়ো কলে যোগাযোগ করবেন না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯৮ নং এফিডেভিট বলে Manik Das S/o. Nanigopal Das ও Manik Ranjan Das S/o. N. G. Das সাং নয়াসরাই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯৬ নং এফিডেভিট বলে Badal Sekh S/o. Golam Gayas Sekh ও Sk Badal S/o. Sk. G. Gous সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩১৭ নং এফিডেভিট বলে Md. Salahuddin S/o. Ash Mohammad ও Mohammad Salahuddin S/o. Ash Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫১০ নং এফিডেভিট বলে Kazi Nazrul Islam ও Kazi Najrul Islam S/o. Kazi Noor Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী কৌশিক ঘোষ**, পিতা- শ্রী দেবব্রত ঘোষ, সাং -বাকুলিয়া, পো:- বাকুলিয়া গ্রাম, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলী, বাকুলিয়া ধোবাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জোতনারায়ান মৌজা, জে.এল.নং ৩০, খতিয়ান নং ১২১/১, আর.এস/এল.আর ১১৩ নং দাগে পুকুর ১২৩.৩০ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন **রাধারানী দেবী**। উক্ত **রাধারানী দেবী** মহাশয়া পরলোকগমন করিলে পর তাহার উত্তরাধিকারীগন
১) সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বর্তমানে প্রয়াত),
২) ক্ষিতিন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বর্তমানে প্রয়াত),
৩) রমেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বর্তমানে প্রয়াত),
৪) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বর্তমানে প্রয়াত),
৫) বারীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বর্তমানে প্রয়াত),ও
৬) নীতিন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী (আমমোক্তার নামাপত্রে তিন নং দাতা) মালিক হয়েন। তৎপরে উপরিউক্ত ৩ নং দাতা বাদে বাকি পাঁচ পুত্র পরলোকগমন করিলে পর আমরা পত্রের১, ২,৪ ও ৫ নং দাতাগন আমাদের পিতার ওয়ারিশান সূত্রে সমতুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া মালিক হইয়াছি এবং সকল দাতাগন **কৌশিক ঘোষ,** পিতা- শ্রী দেবব্রত ঘোষ মহাশয়কে বিগত ইংরাজীর ২৪/০২/২০২৪ তারিখে ১৮৭৭ নং একটি আমমোক্তা দলিল মূলে রেজিষ্ট্রী করিয়া আমমোক্তার উক্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় ও হস্তান্ত ক্ষমতা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোন দাবী দাওয়া বা অধিকার থাকে তাহা হইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে পারেন। মেয়াদন্তে কাহারও কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতি সুরিয়া শেঠী সরজিনি, স্বামী- এস. ধর্মা রাও, পিতা- পি. প্যান্টায়া, (P. Pentayya) এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তর শ্রী কাজল রায়, পিতা- প্রান গোপাল রায় মহাশয়কে মৌজা-খড়গপুর খাস জঙ্গল, J.L. No-142, R.S এবং L.R. Plot No- 236 এর মধ্যে ২৫/০৭/২০২৩ তারিখে I-6922/2023 নং আমমোক্তর অনুসারে বিক্রি করার অনুমতি দেয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারো কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
Mob- 9733806771

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে অক্টোবর, ১৪ ই কার্তিক। বৃহস্পতিবার। চতুর্দশী দুপুর ৩/৯ মিনিট পর্যন্ত, এরপর অমাবস্যা তিথি। চৌদ্দ শাক ভক্ষণ। শ্রী শ্রী মহাকালী পুজো। নরক চতুর্দশী এক ই দিনে কার্তিক অমাবস্যা। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অমাবস্যা সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : আজ অমাবস্যা শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অমাবস্যা অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অমাবস্যা যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : অমাবস্যা যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : অমাবস্যা প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : অমাবস্যা আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : অমাবস্যা আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : অমাবস্যা। প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বৃদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : অমাবস্যা। ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(চতুর্দশী দুপুর ৩/৯ মিনিট পর্যন্ত। চৌদ্দ শাক ভক্ষণ। ঐ দিন এরপর অমাবস্যা তিথি। শ্রী শ্রী মহাকালী পুজো। নরক চতুর্দশী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তিরোধান দিবস। শ্রী শ্রী লক্ষী পূজো ও অলক্ষী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NOTICE

In the Court of Ld. District Judge, Hooghly at Chinsurah
Misc. Case No. 159 of 2022

Petitioner: Smt. Sharmila Ghosh, wife of Late Sajal Ghosh residing at 57/A, Mallickpara Lane, P.O. Mallickpara, P.S. Serampore, District- Hooghly, Pin- 712 203.
It is to be notified to all that the petitioner filed the above case to obtain permission to sell the properties described in the schedules below of the minors namely **Avinandan Ghosh** and **Antarik Ghosh** both sons of Late Sajal Ghosh being their Natural Guardian/ Mother. If any one wants to file any objection or submission, he/they may file that within 30 (thirty) - days from the date of this publication otherwise the - said case will be heard ex-parte.

SCHEDULE-A
All that piece and parcel of one complete marble finished residential flat within the apartment known as **"MALANCHA"** being Flat no. G-02 measuring 164 sq.ft. (**Avinandan Ghosh 82 sq.ft.** and **Antarik Ghosh 82 sq.ft.**) more or less super built up area on the ground floor North-East side open included in R.S. Plot No. 6549/ 15059, appertaining to R.5. Khatian No. 21, under L.R. Plot No. 6878, corresponding to L.R. Khatian Nos. 17162, 8870 and 10913, lying at **Mouza- Serampore** (J.L. No. 13) comprised in Municipal Holding No. 29/A, Mallickpara Lane, under Serampore Municipality, under P.S. Serampore in the district of Hooghly.

SCHEDULE- 'B'
All that piece and parcel of Shali land measuring about 1 cotta 24 sq.ft. or more or less 744 sq.ft. (**Avinandan Ghosh 372 sq.ft.** and **Antarik Ghosh 372 sq.ft.**) included in R.S. Dag No. 722, under R.S. Khatian No. 19 corresponding L.R. Dag No. 746, under L.R. Khatian Nos. 16760 and 16747 of **Mouza- Mahesh** (J.L. No. 15) within the ambit of Serampore Municipality being Municipal Holding No. 22/B/2, Anish Mohan Roy Chowdhury Sarani (Firingi Danga Road) under P.S. Serampore, in the district of Hooghly.

SCHEDULE- C(1) (Said Premises)
All those several pieces and parcels of land, containing an aggregate area of 6.8541 Acres more or less situates lying at and comprised in L.R. Dag Nos. 13353, 13354, 13238, 13239, 13351 and 13352 all recorded in L.R. Khatian No. 11331 (in the name of the Happy Niketan Private Limited), in **Mouza- Mahesh,** J.L. No. 15, Police Station- Serampore and comprised in Holding No. 449/A/2, G.T. Road, in Ward No. 19 of the Serampore Municipality in the district of Hooghly, Pin- 712 202, West Bengal.
Details of areas comprised in each Dag is as follows:-

Dag No.	(L.R.) Dag No. (R.S.)	Area (in Acre)
13353	4378	0.037
13354	4379	0.528
13238	4332	0.367
13239	4333	4.910
13351	4376	1.001
13352	4377	0.011
		Total: 6.8541

The said premises is butted and bounded as follows:- **on the North:** By Bengal Laxmi Cotton Mill Road; **on the East :** By others' property; **On the South :** By Jagannath Ghat Lane and others' properties and **On the West :** By Sibtala Lane & others' properties.
Or howsoever otherwise the same now are or is or at any time heretofore were or was situated, butted, bounded, called, known, numbered, described and/or distinguished.

SCHEDULE C(11) (Unit/Flat)
All that the Residential Flat bearing No. 18C containing jointly undivided Built-up area of 156 sq. ft. carpet area 128.8 sq.ft. and Super Built-up area 208 sq.ft. (in which Built-up area 78 sq.ft. Carpet area 64.4 sq.ft. and super Built-up area 104 sq.ft. each) more or less on the 18th floor of Tower No. 3, of the Housing Complex **"NEW KOLKATA-PRAYAG"** at the at the said premises described in C(1) schedule hereinabove written with right to park 1 motor/Car:: in the covered space in the Ground Floor of the Housing complex.

Tapas Dasgupta
Advocate for the Petitioner.

By Order of the Ld. Court
Charan Singh (Sheristadar)
District Delegate Court Hooghly

এমসিসিআই আয়োজিত ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এমসিসিআই-এর তরফে কলকাতার দ্য পার্ক হোটেলে আয়োজিত হল ভারত-চীনের ব্যবসায়িক সম্মেলন। এই সম্মেলনের বিষয় ছিল 'চীনের সঙ্গে ব্যবসা করা'। কলকাতার এই ব্যবসায়িক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত এইচ ই জু ফেইহং। গণপ্রজাতান্ত্রী চীনের কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল জু ওয়েই-ও। ইইপিসি ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান অরুণ কুমার গারোদিয়াও এদিনের সেশনে বক্তব্য রাখেন। কলকাতায় রাশিয়ান ফেডারেশনের কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল, জনাব ম্যাক্সিম ভি. কোজলভ এবং কলকাতার রয়্যাল ভুটানি কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল জনাব তাশি পেঞ্জোর সেশনে অংশ নেন। অতিথিদের স্বাগত জানাতে গিয়ে, এমসিসিআই-এর সভাপতি অমিত সারাওগি বলেন, 'ভারত ও চীন উভয়েরই উৎপাদন ও টেক্সটাইল শিল্প, বিজ্ঞান

ও প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি ইত্যাদির মতো অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ভারত ও চীনের প্রয়োজন একসঙ্গে কাজ করা। দুই দেশের সহযোগিতায় ব্যবসায়িক দিক উন্মোচিত হবে। দুই দেশের অর্থলাভের নতুন দিক, নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যাবে।'

এমসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনিশ ঝাঝারিয়া বলেন,'দুই দেশের পরিপূরক শক্তির ব্যবহার করে ভারত ও চীন আরও স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, যা পারস্পরিকভাবে উভয় দেশকে উপকৃত করবে।'

ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং বলেন, 'এই বছর ভারতে চীনা দূতাবাস এবং কনস্যুলেটগুলি ২৪০ হাজারেরও বেশি ভিসা ইস্যু করেছে। যার ৮০ শতাংশ ছিল ব্যবসায়িক ভিসা। যা দুই দেশের মধ্যে মেলবন্ধন এবং অর্থনৈতিক বাণিজ্য বিনিময় তুলে ধরে।' তিনি আরও জানান, ২০২৩ সালে চীনের অর্থনীতি ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম বাজার হওয়ায় চীনে ভারতের উচ্চমানের পণ্যগুলির জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তাঁর আশা, ভারত এবার বিনিয়োগ এবং সরকারি ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে, যাতে উভয় দেশই মুক্ত বাণিজ্য থেকে উপকৃত হতে পারে।

চীনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, 'ভারত চীনের আপার স্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম সাপ্লাই চেইনে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আইটি, বায়ো-মেডিসিন এবং সফটওয়্যারে ভারতের তুলনামূলক অগ্রগতি এবং ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন এবং উদীয়মান শিল্পে চীনের দ্রুত প্রসার, উভয় দেশেরই পারস্পরিক সহযোগিতার বিশাল সুযোগ রয়েছে। ভারত পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য একটি বড় অভিযানে রয়েছে। তাই চীনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, উভয় দেশের কোম্পানি সংযুক্ত হলে 'ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজিকালটু ইলেভেন'-এর মতো প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হবে।

সীমান্ত সুরক্ষায় বাড়তি নজর কেন্দ্র-রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সীমান্ত সুরক্ষার উপর বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত নিরাপত্তাকে নিশ্চিদ্র করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি যৌথ কর্মসূচি হাতে নিতে চলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং ভূমি সচিব বিবেক কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই এই যৌথ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাজ্য সরকার কোনও রকম আপোষ করবে না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সমস্ত উদ্যোগে পাশে থাকা হবে বলে রাজ্যের তরফে ওই বৈঠকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি সেদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারতের ওপর হামলা করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে বেআইনি অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও বেড়ে গিয়েছে। সেজন্য অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজে গতি আনার ওপরেও বৈঠকে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে নটি জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং,উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সঙ্গে বাংলাদেশে সীমান্ত রয়েছে। মোট ২২০০ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১৬০০ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে রাজ্যের তরফে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৬০ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ২৬৬ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণে সম্মতি দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।১১২ কিলোমিটার এলাকার জমি কেনার জন্য টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। ৪৫ কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণ করে ইতিমধ্যেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

ধান চাষিদের বাড়তি সুবিধা দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তানের বিয়ে বা চিকিৎসার জন্য ধান চাষিদের কারও জরুরি ভিত্তিতে টাকার দরকার থাকলে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে তাঁরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। সেক্ষেত্রে ধান বিক্রির জন্য তাঁদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার দরকার হবে না। উপযুক্ত নথি আনা হলে অল্প সময়ের মধ্যে ধান বিক্রির সুযোগ পাওয়া যাবে। জরুরি প্রয়োজনে ধান বিক্রি করতে হলে বিডিও, এসডিও বা অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে থেকে শংসাপত্র নিয়ে সরাসরি ধান ক্রয় কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। বিয়ের জন্য টাকা প্রয়োজন হলে কার্ড বা অন্যান্য নথি দিতে হবে। এছাড়া চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার হলে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজ জমা করতে হবে।

আগামী ২ নভেম্বর থেকে রাজ্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রগুলি চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। যদিও এখনও মাঠ থেকে ধান উঠতে আরও বেশকিছু দিন সময় লাগবে। ২০-২২ দিন পর থেকে চাষিরা ক্রয়কেন্দ্রে ধান আনতে শুরু করবেন বলে আশা করছেন আধিকারিকরা। যদিও তার আগেই সরকারি গাইডলাইন মেনে ক্রয়কেন্দ্রগুলি চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার প্রতিটি জেলাতেই ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। মোবাইল ভ্যানের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। মোবাইল ভ্যানগুলি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ধান সংগ্রহ করবে। চাষিদের সুবিধার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সক্রিয় করা হচ্ছে। তারাও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ধান সংগ্রহ করবে। তাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও লাভবান হবে।

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েই জরুরি ভিত্তিতে কোনও ধান চাষির টাকার দরকার হলে আগে চাষিরা সমস্যায় পড়তেন। রেজিস্ট্রেশন করার পর তাঁদের অপেক্ষা করতে হতো। তালিকা অনুযায়ী নাম আসার পর তাঁরা ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারতেন। কিন্তু এবছর থেকে তাঁরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। তবে তার আগে সরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় নথি জমা করে অনুমতি নিতে হবে। ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে চাষিরা ক্রয়কেন্দ্রে বেশি ধান আনেন। সেই সময় অনেকেরই বাড়িতে বিয়ে থাকে। সময় মতো ধান বিক্রি করতে না পেরে তাঁরা ফড়েদের কাছে চলে যান। কিন্তু ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করার সুযোগ পাওয়া গেলে সেই সমস্ত চাষিরা উপকৃত হবেন।

কলকাতায় ভারত-মার্কিন ব্যবসায়িক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত ও মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারিত্ব ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে জানালেন মার্কিন কনসাল জেনারেল। কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবে আয়োজিত ভারত-মার্কিন ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারঅ্যাকশন সেশনে উপস্থিত থেকে এমনটাই জানালেন মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস দিয়াজ।

এই দশকের শেষের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের লক্ষ্য হল বর্তমান ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বৃদ্ধি করা। বুধবার কলকাতায় এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল ক্যাথি জাইলস-দিয়াজ জানান, 'উভয় দেশের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য।' এর পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ দেশ। এই ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব মার্কিন অর্থনীতিতে ভারতীয় সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান আস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুযোগ সম্প্রসারণের প্রতিফলন ঘটায়। এই প্রবণতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে এবং বিকাশ, উদ্ভাবনে নতুন পথ খুঁজে বের করবে।'

ওর পাশাপাশি জাইলস-দিয়াজ এদিন এও বলেন, ২০২৪ সালে ভারত থেকে ২৩০ জন বিনিয়োগকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। উভয় দেশের মানুষের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে একযোগে কাজ

করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। তিনি আরও বলেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির প্রসারে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একযোগে কাজ করে চলেছে। বিগত দশকগুলিতে বাণিজ্য অনেকবার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জলবায়ু ও বিশুদ্ধ জ্বালানি সহযোগিতা নিবিড় ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'এটা লক্ষণীয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন বৈদ্যুতিক যানবাহন নীতির সঙ্গে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে কার্বনমুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা রাজ্যে প্রয়োজনীয় ইভি পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।'

এই প্রসঙ্গে এক্সিম অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিআইআই-এর চেয়ারম্যান সঞ্জয় বুধিয়া বলেন, 'ভারতের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ আমেরিকার পণ্য ও পরিষেবার এক বিশাল বাজার উপহার দেয়। এছাড়াও, অর্ধপরিবাহী শিল্প এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা, এই দুটি দেশের কৌশলগত প্রকৃতিকে তুলে ধরে।' এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইআই-র ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সাবকমিটি অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অপারেশনস-এর চেয়ারম্যান সুমিত গোয়েলও।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় রেলগেটের ধার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী নলডুবি রেলগেটের কাছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম নগরদীপ ঘোষ (৫০)। তাঁর বাড়ি পুরাতন মালদার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের খৈ ইহাট্টা এলাকায়। মৃত ব্যক্তি পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক ছিলেন। দু'দিন আগেই বাইরে থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরেছিলেন। তবে ওই ব্যক্তি মাদকের নেশায় আসক্ত ছিলেন। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজও ভক্তিভরে পূজিত ছাওয়ালে কালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল ব্লকের উখড়া একটি প্রাচীন ও বড় গ্রাম। গ্রামে কমবেশি প্রতিটি পাড়াতেই হয় একাধিক কালীপুজোর আয়োজন। বিভিন্ন কালী এই গ্রামে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

'ছাওয়ালে কালী' এরকমই একটি কালীর নাম। পুজোটি হয় উখড়া মুখার্জি পাড়াতে। পুজোটির সূচনাকাল অজানা। কারণ এই পুজোটি অতীতে শুরু হয়েছিল মুখার্জি পাড়ার কিছু শিশু ও কিশোরের উদ্যোগে। ছোট আকৃতির মাটির প্রতিমা গড়ে, বাড়ির কাপড় দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে পুজোর আয়োজন হত সেই সময়। পুজোর আয়োজন সবকিছুই করত শিশু ও কিশোররা। তাদের উদ্যোগে ছাওয়ালে কালীর পুজোর সূচনা হলেও, ১৯৬২ সালে পাড়ার প্রবীণরা এগিয়ে এসে এই পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দু'জনে ১২৬২ বঙ্গাব্দে স্থায়ী মন্দির গড়ে সেই মন্দিরে ছাওয়ালে কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই সেই

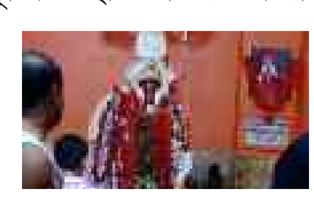

মন্দিরে কালীপুজোর আয়োজন হয়ে আসছে ধারাবাহিক ভাবে। বর্তমানে মুখার্জি পাড়ার দেবোত্তর ট্রাস্ট এই পুজোর দায়ভার বহন করে। ট্রাস্টটি বোর্ডের সদস্য শংকর মুখোপাধ্যায় বলেন, সূচনা কাল থেকেই এখানে ছাগবলির কথা রয়েছে। এখানে বলির ছাগের সমান উচ্চতার হয় মা কালীর মূর্তি। সেই কারণে এখানে দেবী ছাওয়ালে কালী নামে পরিচিত। এটাই এখানকার কালীর পরম্পরা বলে জানান শংকরবাবু। বর্তমানে পুজোটির পরিসর অনেক বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে। ছাওয়ালে কালী গ্রামে জাগ্রত কালী রূপে পরিচিত। দেবীকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক অলৌকিক লোককথা প্রচলিত রয়েছে। সেই কারণে পুজোর দিন এখানে ভক্তের সমাগম হয় প্রচুর।

তন্ময় ভট্টাচার্যকে নাম না করে কটাক্ষ তৃণমূলের রাজ্য কমিটির মুখপাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'সিপিএমের নেতা কোলে উঠে গিয়েছে। তাঁরা নাকি মায়েদের সম্মান দেবে। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করবো আপনি ওই সিপিএমের নেতাটাকে জনতার আদালতে শাস্তি দিন।' বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে দলীয় বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে এসে নাম না করে সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যকে এইভাবে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির মুখ পাত্র সুদীপ রাহা।

এদিন আউশগ্রামের বড়াচৌমাথা ফুটবল মাঠে আউশগ্রাম ১নম্বর ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ রাহা। ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার, অপূর্ব চৌধুরী, জেলা

পরিষদের সহ সভাপতি গার্গি নাহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সুদীপ রাহা আর জি কর কাণ্ডের রেশ ধরে সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করেন। সম্প্রতি তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন এক মহিলা সাংবাদিক। যাকে ঘিরে তোলপাড় গোটা রাজ্য।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ২০২৪, ১৪ কার্তিক, বৃহস্পতিবার

আইএমএ-এর নির্বাচনে বেঙ্গলের রাজ্য সম্পাদক পদে প্রার্থী শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন। এই ঘটনায় দলের অন্দরে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর ভোটে লড়বেন না বলে ঘোষণা করেও বেঙ্গলের রাজ্য সম্পাদক পদে প্রার্থী হলেন শান্তনু সেন।

প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর শান্তনু সেন জানিয়েছিলেন, তিনি এবার আইএমএ বেঙ্গলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, অরাজনৈতিক চিকিৎসক সংগঠন হিসেবে দেখতে চান আইএমএ বেঙ্গলকে। তবে এরপর সিদ্ধান্ত বদল করেন শান্তনু। কারণ, শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ চিকিৎসক সংগঠন হল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। ২০১৯-২০ সালে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে আইএমএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছিলেন। চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন প্রথম বাঙালি। আর আমি নবম বাঙালি যিনি এই পদের দায়িত্ব পেয়েছেন এবং বেশ কয়েকবছর রাজ্য সম্পাদক হিসেবে কাজও করেছেন। এরপর হঠাৎই গত ২২ সেপ্টেম্বর জানিয়ে দেন এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এদিকে সম্পাদক পদে দাঁড়াতে সম্মতি দেওয়ার শেষ সময় ছিল ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা। শান্তনু তাঁর এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর অনেক সিনিয়র সিদ্ধান্ত বদলানোর অনুরোধ করেন। আইএমএ-র অনেক ব্র্যাঞ্চ থেকেও অনুরোধ করা হয়। অনেকে ফোনও করেন। কেউ মেসেজও করেন। সবার অনুরোধে একদম শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলান শান্তনু। এদিকে অনেকে বলছেন, এই মুহূর্তে তৃণমূলে প্রায় আক্রমণের মুখে পড়ছেন শান্তনু সেন। দলে কোণঠাসা হয়ে রাজ্যের সর্ববৃহৎ চিকিৎসক সংগঠনের রাশ হাতছাড়া করতে চাইছেন না তিনি। তাই লড়ব না বলেও সিদ্ধান্ত বদল করেছেন তৃণমূলের এই চিকিৎসক নেতা। এই প্রসঙ্গে শান্তনুর বক্তব্য, ‘সমালোচকদের বলতে দিন। এতে কিছু যায় আসে না।’

চিকিৎসক সুকান্ত চক্রবর্তী আইএমএ বেঙ্গলের সম্পাদক পদে শান্তনু সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ তুলতে যাতে আইএমএ বেঙ্গল ভয় না পায়। রাজনৈতিক স্বার্থে আমরা আইএমএ-কে ব্যবহার করতে দেব না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।’

করুণাধারায় প্রাঞ্জল মা করুণাময়ী লেক কালীবাড়িতে।

কালীপুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর পর ডানার প্রভাবে বৃষ্টি এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকায় এখন সবার মনেই একটাই প্রশ্ন, কালীপুজো কেমন যাবে তা নিয়ে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, কালীপুজোয় কলকাতা-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি। কালীপুজোতে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে অক্টোবরের শেষ। ভোরে দিকে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আবহাওয়ার বড়সড় বদল দেখা যাবে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর অসমে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সক্রিয় হচ্ছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝাও। এর প্রভাবে বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় হালকা বৃষ্টিও হয়।

তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হয়নি। এরপর কালীপুজোর দিন বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার, কালীপুজোর দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণের বেশকিছু জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

মদ্যপানের প্রতিবাদে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাড়ায় মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত গোটা পরিবার। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাডিংলা দক্ষিণমাঠ এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্কিত আক্রান্ত পরিবার। আক্রান্ত পরিবারের সদস্যা সাবিরা বিবি জানান, ওইদিন রাতে বাড়ির পিছনে জলমগ্ন বাগানে তাঁর স্বামী এবং ভাসুরের ছেলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বাগানের পাশের জমিতে পাড়ার ছেলে পিয়ার আলি দলবল নিয়ে মদ্যপান করছিল। সাবিরা বিবির অভিযোগ, মাছ না ধরে তাঁর স্বামী বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে ঢুকতেই ১০-১৫ জন বাঁশ এবং মদের বোতল দিয়ে স্বামীকে মারধর শুরু করতে শুরু করে। ভাসুর এবং তাঁর ছেলেরা ঠেকাতে এলে তাদেরকেও মারধর করা হয়। এমনকি বাড়ির মেয়েরাও মারধরের হাত থেকে রেহাই পাননি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে ইঁট, পাটকেল ও মদের বোতল ছুঁড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। বুধবার আক্রান্ত পরিবারের তরফে রহড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে রহড়া থানার পুলিশ।

ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

আরজি করের ঘটনায় জেডিএফ-কে আক্রমণ পিজেডিএ’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আসরে নামল প্রোগ্রেসিভ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (পিজেডিএ)। যারা নিজেদের সরকারপন্থী চিকিৎসক সংগঠন বলে জানান। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে জেডিএ-কে আক্রমণ করতে শোনা গেল এই সংগঠনের সদস্যদের। এতদিন পর কেন তাঁরা ময়দানে নামলেন, সেকথাও তুলে ধরলেন এই সংগঠনের মহাসচিব ঋতুপর্ণা কয়াল এবং সম্পাদক রাজীব বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম থেকে সরব ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট (জেডিএফ)। সেই আন্দোলনের মুখ অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদার, কিঞ্জল নন্দের মতো জুনিয়র ডাক্তাররা। গত শনিবার থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের অন্যতম আহ্বাক জুনিয়র ডাক্তার শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, ‘থ্রেট কালচারের অভিযোগ ভিত্তিহীন।’ জেডিএ-র সদস্য জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করেন, তাঁরাই থ্রেট কালচারের শিকার।

এরপর মঙ্গলবার তৃণমূলপন্থী জুনিয়র ডাক্তাদের সংগঠন পিজেডিএ সাংবাদিক বৈঠক করে বলে, থ্রেট কালচার বাস্তব। একধাপ এগিয়ে ঋতুপর্ণা কয়াল, রাজীব বিশ্বাসরা বলেন, ‘সন্দীপ ঘোষ, অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসদের সঙ্গে থেকে থ্রেট কালচারের গাছে জলবাতাস দেওয়া জুনিয়র ডাক্তাররা এখন জেডিএ-র মুখ।’ পিজেডিএ’র বক্তব্য, তারাই আসল তৃণমূলপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন।

এতদিন পর কেন হঠাৎ তাঁরা ময়দানে সেই প্রসঙ্গে পিজেডিএ-র তরফে ঋতুপর্ণা কয়ালরা বলেন, তাঁরা প্রথম থেকে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। এখন জেডিএফের আন্দোলন মুষ্টিমেয় কয়েকজন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এখন ফ্রন্টের আন্দোলন বাম-অতি বাম নেতৃত্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁরা পৃথক কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। কিছু লোক সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।

তৃণমূল পন্থী এই চিকিৎসক সংগঠনে তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা শান্তনু সেনের প্রভাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এদিনের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে শান্তনু সেন বলেন, ‘প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই অংশ প্রোগ্রেসিভ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। সরকারপন্থী বা শাসকদলপন্থী চিকিৎসক সংগঠন। কিন্তু, এখন কেন সাংবাদিক বৈঠক করলেন, তা নিয়ে কিছু বলতে পারব না।’

তপোব্রতর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়, পুলিশকে নির্দেশ আদালতের

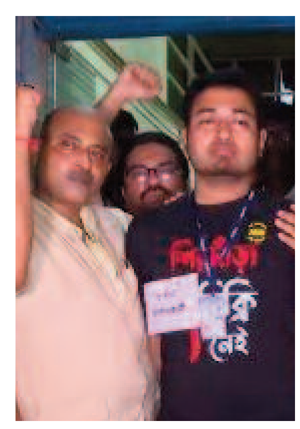

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিগমের চিকিৎসক তপোব্রত রায়ের বিরুদ্ধে আপাতত কোনও ধরনের পদক্ষেপ করতে পারবে না কলকাতা পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশি তদন্তে স্থগিতাদেশও দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এরই পাশাপাশি পুজো কার্নিভাল থেকে চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে কেন গ্রেপ্তার করা হল, তা জানতে চান বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল। ডিসেম্বরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগে তপোব্রতকে গ্রেপ্তারির কারণ নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ অক্টোবর রেড রোডে পুজো কার্নিভাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পুরনিগমের চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে। পুরনিগমের একটি মেডিক্যাল টিম ওই কার্নিভালে ছিল। ওই টিমেরই একজন ছিলেন তপোব্রত। জুনিয়র ডাক্তারদের আমরণ অনশনকে সমর্থন জানিয়ে বুকে প্রতীকী অনশনকারী ব্যাজ পরে কার্নিভালে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর টি-শার্টে লেখা ছিল ‘শিরদাঁড়া বিক্রি নেই।’ এরপরই ময়দান থানার পুলিশ প্রথমে তাঁকে আটকে করে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ওইদিন রাতেই জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তপোব্রত। পুরনিগমের চিকিৎসকরা তাঁর পাশে দাঁড়ান। পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন। এরপর তপোব্রতর এই মামমলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল তপোব্রতর বিরুদ্ধে সবরকম পুলিশি তদন্তে স্থগিতাদেশ দেন। পরবর্তী শুনানির আগে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত করতে পারবে না।

সন্দীপের এফডি নিয়ে আরও তদন্ত চায় সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও বিপাকে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। এদিকে এফডি ভাঙায় সম্মতি নেই সিবিআই-এর। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০২১-২৩’র মধ্যে এফডি সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। আর দুর্নীতি হয়েছিল ঠিক ওই সময়েই। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সে সময়েই এফআইআর করেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন নন-মেডিক্যাল সুপার আখতার আলি। তাই এফডি’র টাকার বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চায় সিবিআই। বুধবার সিবিআই-এর এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা নিলেন বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়। এরপর আগামী সোমবার আদালত জানাবে সন্দীপ ঘোষের আর্জি মানা হবে কি না।

প্রসঙ্গত, আরজি করে অভয়া পর্বের হাত ধরেই হাসপাতালের একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সামনে আসে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। এরমধ্যে হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে দেহ পাচার, একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে আবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে সন্দীপ ঘোষকে জেরা করে ইডি। তদন্তে নেমে সন্দীপ ঘোষের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পান তদন্তকারীরা। ক্যানিং-২ ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সন্দীপ ঘোষের একটি বাংলো বাড়ির হদিশ মিলেছিল। নিউটাউন সংলগ্ন হাতিয়াড়ায় নোয়াপাড়ায় সন্দীপ ঘোষের একটি তিনতলা বাড়ির খোঁজ মেলে। বেলেঘাটায় আরও দুটি ফ্ল্যাটের সন্ধানও পান গোয়েন্দারা। তবুও সন্দীপ ঘোষের বক্তব্য ছিল, আর্থিক অনটনের জন্য তাঁর মামলার খরচ সামলানোরও টাকা নেই। সেই আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

সাত প্রশ্নের উত্তর চেয়ে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান জেডিএফ’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। চার্জশিটের বক্তব্য ধরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে এই সাত প্রশ্নের সদুত্তর চান ন্যায় বিচারের দাবিতে ৮০দিনের বেশি সময় ধরে রাস্তায় থাকা জুনিয়র চিকিৎসকেরা। এই সাত প্রশ্নের তালিকায় রয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নিহতের এন্ডোসারভাইকাল ক্যানালে সাদা, গাঢ়, চটচটে তরলের অস্তিত্ব পাওয়ায় উল্লেখ রয়েছে। এই তরলের ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে কি না। হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট কোথায়?

চার্জশিট অনুযায়ী, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তিলোত্তমার শরীরের উপর ভাগে ধৃত সঞ্জয় রাইয়ের লালারস থাকার অস্তিত্ব মিলেছে। কিন্তু, লালারসের ডিএনএ পরীক্ষার উল্লেখ থাকলে সাদা, গাঢ় তরলের ডিএনএ পরীক্ষার উল্লেখ নেই কেন এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে।

অন্যদিকে, ব্লু-টুথের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হয় সঞ্জয়। চার্জশিট অনুযায়ী, চেস্ট মেডিসিনের সিসি ক্যামেরায় ভোর ৪.০৩ মিনিটে ওয়ার্ডের ভিতরে যায় সঞ্জয়। সেই সময় তার গলায় ব্লু-টুথ ইয়ার ফোন ছিল। ৪.৩২ মিনিটে ওয়ার্ড থেকে বেরনোর সময় সঞ্জয়ের গলায় ইয়ার ফোন দেখা যায়নি। তবে চার্জশিটেই বলা হয়েছে, ৪.৩১ মিনিটে ওয়ার্ড থেকে ক্যামেরার দিকে হেঁটে আসার সময় আবার ওয়ার্ডে ফিরে যায় সঞ্জয়। এক মিনিট পরে ৪টে ৩২ মিনিটে সঞ্জয়ের গলায় ব্লু-টুথ না থাকার কথা চার্জশিটে উল্লেখ থাকলেও ৪টে ৩১ মিনিটে সঞ্জয়ের গলায় ব্লু-টুথ ছিল কিনা তার কোনও উল্লেখ চার্জশিটে নেই কেন, এ প্রশ্নও তুলেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

চার্জশিট অনুযায়ী, ৯ অগাস্ট ভোর ৩ টে ২০ মিনিটে আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছয় সঞ্জয়। ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে তাঁর প্রবেশ ৩.৩৪ মিনিটে। দু’মিনিট পর ট্রমা কেয়ার থেকে বেরিয়ে যায় সঞ্জয়। এরপর ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে চেস্ট মেডিসিনের সিসি ক্যামেরায় ৪টে ৩ মিনিটে তাকে দেখা যায়। মধ্যবর্তী সময় সঞ্জয়ের অবস্থান চার্জশিটে স্পষ্ট নয়। ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায় সঞ্জয় কী করছিল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। একইসঙ্গে, ৯ অগস্ট অটোপসি থেকে নমুনা নেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল ১৪ অগস্ট। কেন এই দেরি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

অন্যদিকে, চার্জশিটে খুব নির্দিষ্টভাবে ঘটনার পরবর্তী সময় সরণির উল্লেখ রয়েছে। ঘটনার দিন দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে অভয়ার বাবা-মা আরজি করে পৌঁছনার কথা বলা হয়েছে। তবে তাঁরা আরজি কর পৌঁছনোর পরের ঘটনাক্রমের উল্লেখ নেই। তাঁরা আসার পর কী হয়েছিল, কেন ৩ ঘণ্টা ধরে মেয়ের মৃতদেহের কাছে বাবা-মা যেতে পারলেন না উল্লেখ নেই তারও। সদুত্তর খুঁজছেন ডাক্তারেরা। পাশাপাশি কী কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ শুরুতে এফআইআর করেননি বা কেন অভয়ার মা-বাবাকেই এফআইআর করতে হল সে প্রশ্নও সামনে রেখে রাস্তায় নামেন আন্দোলনকারীরা।

পুলিশ ও টিএমসি বাহিনীর দৌরাত্ম্য

পথে অ্যাপ ক্যাব চালকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ ও তৃণমূলের বাহিনীর দৌরাত্ম্যে জেরে কপালে ভাঁজ ওলা-উবের চালকদের। কারণ, অনৈতিকভাবে জরিমানা করা, শিয়ালদা, হাওড়া, সাঁতরাগাছি-সহ একাধিক জায়গা থেকে অনলাইন বুকিংয়ে যাত্রী নিতে না দেওয়া, তোলা আদায়-সহ নানাভাবে জুলুম চালানো হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন ওলা-উবের চালকেরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শ্রমিক ভবন থেকে শিয়ালদা ট্রাফিক গার্ড পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলও করতে দেখা যায় অ্যাপ ক্যাব চালকদের। এর পাশাপাশি সিআইটিইউ অনুমোদিত কলকাতা ওলা-উবর অ্যাপ ক্যাব অপারেটর্স অ্যান্ড ড্রাইভারস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবিষয়ে এদিন শিয়ালদা ট্রাফিক গার্ডে স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়। এর আগে সোমবার একই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল এবং বুধবার হাওড়া ট্রাফিক গার্ডেও জমা দেওয়া হয় এই ডেপুটেশন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বহু যুবক ওলা-উবর চালানোকে পেশা বলেই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে তাঁরা নানাভাবে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সেসব নিয়ে তাঁরা লাগাতার প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে চলেছেন। বর্তমানে আরেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা। শিয়ালদহ, হাওড়া, সাঁতরাগাছি সহ কলকাতা বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রী নিতে তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, এবিষয়ে পুলিশ ও তৃণমূলের বাহিনী মিলিতভাবে তাঁদের হেনস্তা করছে। চালকদের অভিযোগ, শিয়ালদা, হাওড়া, সাঁতরাগাছি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে অনলাইন বুকিংয়ে যাত্রী তুলতে গেলে তাঁদের নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। একদিকে স্টেশনগুলিতে সাদা নেমপ্লেটের গাড়িতে অনৈতিকভাবে প্যাসেঞ্জার তোলানো হচ্ছে, অন্যদিকে ওলা-উবর সহ কমার্শিয়াল গাড়ির চালকরা অনলাইন বুকিংয়ে যাত্রী তোলার জন্য অপেক্ষা করলে তাঁদের অনৈতিকভাবে মোটা টাকার জরিমানা করা হচ্ছে। এমনকী, দাঁড়াতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। চালকরা যাত্রীদের নামিয়ে অনলাইন বুকিংয়ে পুনরায় যাত্রী নেওয়ার জন্য সামান্য সময় সেখানে অতিবাহিত করলেই তাঁদের উপর চড়াও হচ্ছে পুলিশ ও শাসক দল তৃণমূলের বাহিনী।

এবিষয়ে এদিন কলকাতা ওলা-উবার অ্যাপ ক্যাব অ্যান্ড ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আসলে এর মাধ্যমে তৃণমূল টাকা কামানোর একটি সিন্ডিকেট চালাচ্ছে। চালকদের পেটে লাথি মেরে এধরনের কাজের আমরা তুমুল বিরোধিতা করছি। সে কারণেই এদিন প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করা হল এবং শিয়ালদা ট্রাফিক গার্ডে ডেপুটেশনও দেওয়া হলো। দ্রুত এবিষয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন না করা হলে আগামীতে এনিয়ে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের পথে যাওয়া হবে।’

সম্পাদকীয়

হুমকির প্রথাকে কাজে লাগিয়ে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটতে পারে

'থ্রেট কালচার' শব্দবন্ধটি সম্ভবত আর জি করের তরুণী ডাক্তারের মর্মান্তিক পরিণতির পর বিশেষ ভাবে ব্যবহারিক প্রয়োগে স্থান করে নিয়েছে। যেখানেই একচেটিয়া ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়, সেখানেই দেখা যায় ক্ষমতার সীমাহীন আস্ফালন। তার কেন্দ্রই হল থ্রেট কালচার বা হুমকি সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল। বীরভূমের এক জেলা সভাপতি যখন পুলিশের ডিআইজি-র মুখের উপর আঙুল তুলে বলেন; আধ ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে বিরোধী শিবিরের সকলকে গ্রেফতার না করলে তিনি সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন, সেটা কি হুমকি প্রথা নয়? সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহান যখন সাধারণ মানুষের চাষের জমি কেড়ে নিয়ে, তাতে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করেন, অথবা মহিলাদের শাসক দলের গভীর রাতের মিটিং-এ যেতে বাধ্য করেন, তখন কি মনে হয় না; এটা কেমন প্রশাসন! এই হুমকির প্রথাকে কাজে লাগিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান কতখানি অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে, আর জি কর কাণ্ড তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই ত্রাসের সংস্কৃতি কেউ মেনে নেন, আবার কেউ পারেন না। যাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তাঁদের কেউ কেউ নিজেকেই শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হুমকি সংস্কৃতি এমন আত্মঘাতী ভয়কে মূলধন করে দাপিয়ে বেড়ায় দাঁত-নখ বিকশিত করে। আর জি কর কাণ্ডের পর প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসা মানুষের আন্দোলন আশা জাগায়, ভরসা দেয়। এই জনজাগরণই মেঘের আড়ালে সেই আলোকদ্যুতি, যেটা শেষ করে দিতে পারে এই ভয়ের সংস্কৃতি ও স্পর্ধিত আস্ফালনকে।

শব্দবাণ-৮৭

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী ২. পাখি, বিহঙ্গ ৫. পর্বত ৮.অনুমোদন, অনুমতি ৯. হাউই, আতশবাজিবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বস্ত্র ৩. তিন অংশে বাঁকা ৪. সঙ্ঘবদ্ধ দুষ্কৃতীর দল ৬. ময়ূর নাচে — ধরে ৭. কপাল।

সমাধান: শব্দবাণ-৮৬

পাশাপাশি: ১. অঙ্গবিকৃতি ৪. রোজা ৫. সন্তাপ ৭. নকল ৯. বাজি ১১. তরুকোটর।

উপর-নীচ: ১. অবিশ্বাস ২. বিধু ৩. তিরোধান ৬. পরাজিত ৮. লশকর ১০. হুঁকো।

জন্মদিন

আজকের দিন

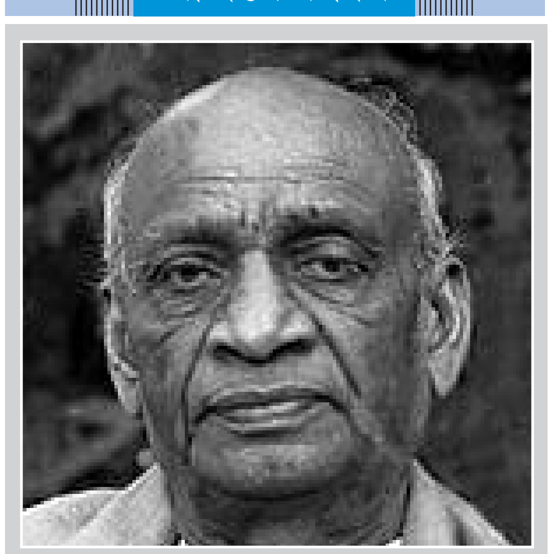

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

১৮৭৫ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৮৯৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডুর জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পার্ণো মিত্রের জন্মদিন।*

বুড়ীমার চকলেট বোম

সিদ্ধার্থ সিংহ

কালী পুজো মানেই আতশবাজি। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় — চকলেট বোম। আর চকলেট বোম মানেই বুড়িমার, থুড়ি 'বুড়ীমার চকলেট বোম'।

বুড়িমার নাম প্রায় সকলেই শুনেছেন। কিন্তু বুড়িমার নামের পিছনে যে রহস্য রয়েছে, তা অনেকেরই অজানা।

বুড়িমার চকলেট বোমের প্যাকেটে যাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর নাম সবার কাছে বুড়িমা হলেও, তাঁর আসল নাম — অন্নপূর্ণা দাস।

এই অন্নপূর্ণা দাস ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা। ১৯৪৮ সালে স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেশভাগের সময় ওখান থেকে ভিটেছাড়া হয়ে দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধলদিঘিতে চলে আসেন। ঠাঁই নেন একটি রিফিউজি ক্যাম্পে।

শুরু করেন সব্জির ব্যবসা। ধলদিঘির বাজারে রাস্তার ওপরে উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, মুলো বিক্রি করে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে থাকেন তিনি।

কিন্তু তাঁর সেই ব্যবসা বেশি দিন টিকল না। কোনও এক অজানা কারণে বন্ধ করে দিতে হল সেটি। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি চলে যান গঙ্গারামপুরে। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সনাতন দাস নামে ব্যক্তির।

সনাতন দাসের ছিল মুদিখানা দোকান। কিন্তু সেই দোকানে তেমন বিক্রি-বাট্টা ছিল না বলে যখন কোনও খরিদ্দার থাকত না, তখন তিনি সেই দোকানে বসেই বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন।

তিনি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখিয়ে দিলেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। দক্ষ হাতে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে নিলেন বিধবা অন্নপূর্ণা দেবী।

কিছু দিনের মধ্যেই বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুরু করলেন আলতা, সিঁদুর, ঘুড়ি আর সিজিনাল ব্যবসা। মানে দোলের সময় রং এবং কালীপুজোর সময় বাজি।

ছেলেকে দোকানে বসিয়ে চষে ফেললেন উত্তরপাড়া, সালকিয়া, বড়বাজার। কী ব্যবসা করবেন? কীসে লাভ? সরস্বতী পুজোর আগেই পিলখানার যোগেন্দ্র পালের কারখানা থেকে ঠেলা ভর্তি করে প্রতিমা নিয়ে এলেন তিনি।

তখন বেলুড়ে কোথাও ঠাকুর তৈরি হত না। ছুটতে হত দূরে। হাতের কাছে প্রতিমা পেয়ে সবাই হামলে পড়লেন।

দারুণ লাভ হল তাঁর। জমে উঠল ব্যবসা। সে বার কালিপুজোর সময় সেই টাকা আর ধার করা দশটা একশো টাকার নোট নিয়ে নানা রকম বাজি কিনে দোকান সাজিয়ে বসলেন তিনি। জমল বিক্রিবাটাও।

ব্যবসা শুরুর ঠিক তিন দিনের মাথায় হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হল তাঁর দোকানে। জিজ্ঞেস করল, বাজি বিক্রির লাইসেন্স আছে?

বাজি বিক্রি করতে হলে যে লাইসেন্স লাগে, তা জানা ছিল না তাঁর। বললেন, 'এ বারের মতো ছেড়ে দিন।'

কিন্তু হাজার কাকুতি-মিনতিতেও কোনও কাজ হল না। বাজি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিল দোকানও।

জেদ চেপে গেল তাঁর। ঠিক করলেন, তিনি বাজির ব্যবসাই করবেন। কারণ, বাজি বিক্রি করার ওই তিন দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাজি কিনে এনে বিক্রি করার চেয়ে বাজি বানিয়ে বিক্রি করাই অনেক লাভ জনক।

তত দিনে হাতে কিছু টাকা চলে এসেছে। সেটা দিয়ে নিজেই একটি কারখানা বানিয়ে নিলেন। তার পর তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন হাওড়া জেলার বেলুড়ে।

এর ক'দিন পরেই একদিন দুপুরে ছেলেকে চমকে দিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখ, বাজি বিক্রির লাইসেন্স। আর বাজি তৈরির অনুমতিপত্র।'

লাইসেন্স তো হল। কিন্তু কে শেখাবে বাজি বানানো? বাঁকড়ায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হল আকবর আলির। হাতে ধরে তিনি শেখালেন — কাকে বলে সোরা, ব্যাটরা, কী রকম দেখতে গন্ধক।

প্রথম মরশুমেই বাজিমাত। সব বাজি বিক্রি হয়ে গেল। আকবরের ফর্মুলাতেই তৈরি হল বিকট শব্দওয়ালা বাজি। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই নতুন বাজির নাম — 'বুড়ীমার চকলেট বোম'।

শুধু কালীপুজোয় নয়, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলায় যেই জিতুক না কেন, সেই বিজয়ী দল উল্লাস করার জন্য বেছে নিল এই চকলেট বোম। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কিংবা যে কোনও আনন্দ উৎসবে, শোভাযাত্রার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল এই বুড়িমার চকলেট বোম।

কিন্তু হঠাৎ এ রকম একটা নাম কেন? আসলে তত দিনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাঁকে বুড়িমা বলে ডাকতে শুরু করেছেন। তাই তিনি তাঁর তৈরি করা কান ফাটানো ওই শব্দবাজির নাম দেন — বুড়ীমার চকলেট বোম। হ্যাঁ, 'বুড়িমা' নয়, 'বুড়ীমা'। ড-য় শূন্য ড়-য় দীর্ঘিকার দিয়েই বুড়ীমার বানান লেখা হল। এটাই ওদের ব্র্যান্ড নেইম।

সরকারি নিয়ম মেনে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি নিয়ে আসতে লাগলেন বাজির দক্ষ কারিগরদের। ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এবং খুব সহজেই বাজির বাজারে এক নম্বর জায়গা দখল করে নেয় বুড়ীমা ব্র্যান্ড।

শাশুড়ির আগ্রহ দেখে বেলুড়ের প্যারিমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে একটা বাড়ির সন্ধান নিয়ে আসেন তাঁর জামাতা। যাঁর দাম ৯০০ টাকা। এখন এই টাকার অঙ্কটাকে যৎসামান্য মনে হলেও, সেই সময় ছিল যথেষ্টই বেশি। তবু কালবিলম্ব না করেই বাড়িটি কিনে নিলেন তিনি। সেখানেই শুরু করলেন বাজির কারখানা। পরে নানান ধরনের আতসবাজি তৈরি করলেও সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তাঁর বুড়ীমার চকলেট বোমই।

সেই বাজি এতটাই সাড়া ফেলে দিল এবং লাভজনক হয়ে উঠল যে, আরও কারখানা তৈরি করার জন্য তিনি তালবান্দা, ডানকুনি, শিবকাশীতে জায়গা কিনতে লাগলেন।

তাঁর চকলেট বোমের রমরমা দেখে অনেক বাজি ব্যবসায়ীই এগিয়ে এলেন সেই বাজির নকল করার জন্য। বাজার ছেয়ে যেতে লাগল নকল বুড়ীমার চকলেট বোমে।

কিন্তু অমন শব্দ, অমন নিরাপদ রক্ষাবলয় এবং অমন ন্যূনতম দূষণের মাত্রা প্রায় কেউই বজায় রাখতে পারলেন না। ফলে হাজার চেষ্টা করেও বুড়িমাকে কেউ টেক্কা দিতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা দেবী গড়ে তুলতে লাগলেন একের পর এক কারখানা। কারখানার ভিত তোলার জন্য ডানকুনিতে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল বিশাল একটা শিবলিঙ্গ। ব্যস, চকলেট বোমের লোগো হয়ে গেল সেটাই।

কারখানার জন্য জমি কিনলেও তালবান্দার জমি তিনি বিলিয়ে দিলেন গরিবদের মধ্যে। এক সময় যাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তিনিই পঞ্চাশটি পরিবারকে বানিয়ে দিলেন বাড়ি। তিনি বলতেন, 'ব্যবসাটা তো তুচ্ছ। এসেছি মানুষকে ভালবাসতে।'

পরে তিনি শুধু বাজি ব্যবসাতেই থেমে থাকেননি। তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে গড়ে তোলেন একটি দেশলাই কারখানাও। বেলুড়ে তৈরি করেন — বুড়ীমা মাল্টিজিম। যেটা এখন অত্যন্ত আধুনিক একটি সুসজ্জিত জিম।

তাঁর বংশধরেরা হয়তো আরও নতুন নতুন নানা রকমের ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু যত রকম ব্যবসাই শুরু হোক না কেন, অন্নপূর্ণা দেবী কিন্তু অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর সেই 'বুড়ীমার চকোলেট বোম'য়ের জন্যই।

পশ্চিম গাজীপুরের চক্রবর্তী পরিবারের জোড়া কালীপুজো!

আজও প্রতি অমাবস্যায় গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের শব্দ শুনতে পান জোড়া কালীতলার বাসিন্দারা

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলার আমতা দু নম্বর ব্লকের অধীন গাজীপুর গ্রাম। আমতা থানার অন্তর্গত এই গ্রামের ইতিহাস বহু প্রাচীন। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে গাজীপুর বা তার আশপাশের গ্রামগুলির ভৌগলিক চিত্র ছিল অন্যরকম ।বন্যাকবলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল ওইসব গ্রাম ।গ্রামগুলোর কোলঘেঁষে দামোদর নদ প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশিরভাগ অংশই জলমগ্ন থাকত। আনুমানিক ৫০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রথম পুরুষ এবং তৎকালীন বর্ধমান মহারাজার রাজ পুরোহিত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাই সাধক ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নৌকা করে বেড়াতে আসেন গাজীপুরে। সেইসময় গাজীপুরের অবস্থা ছিল অনেকটা শ্মশানপুরীর মতো। অধিকাংশ স্থানই ছিল জলে ডোবা। তারই মধ্যে উঁচু ঢিবির মতো কিছুটা জায়গা ছিল জলের উপরে। সেই জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটান বর্ধমান মহারাজা এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়েরা। পরের দিন সকালে মহারাজ যখন বর্ধমানে রওনা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন ,সেসময় সাধক ওঙ্কার নাথ গাজীপুর থেকে আর ফিরে যেতে চাইছিলেন না। মহারাজা কারণ জানতে চাইলে ওঙ্কারনাথ বলেন ত্তগত রাতে মা আমাকে স্বপ্নাদেশ দেন যে ,মাটির ওই উচুঁ ঢিবির নিচে থেকে (বর্তমানে যে জায়গায় মায়ের মন্দির রয়েছে) আমাকে তুলে এনে ওই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো কর । সাধকের মুখে এই কথা শোনার পর মহারাজা সাধকের দাদা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বর্ধমানে ফিরে গেলেন। দিন কয়েক কাটার পর সীতানাথও আর বর্ধমানে থাকতে চাইলেন না। একদিন তিনি মহারাজা কে বললেন তিনি ভাই এর কাছে ফিরে যেতে চান। আপনি ব্যবস্থা করুন। তখন মহারাজা সীতানাথ কে নিয়ে গাজীপুর এলেন এবং গাজীপুরের সেই স্থানেই উঁচু ঢিবি থেকে মাকে (বিশেষ ধরনের এক ধাতুর তৈরি মায়ের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ) উদ্ধার করে মায়ের মন্দির এবং সীতানাথদের বাসস্থান নির্মাণ করে দিলেন। সেই থেকে শ্যামা মায়ের পুজো শুরু এবং আজ অবধি তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সীতানাথবাবুর চার পুত্র। এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি, কেবল তার বংশধরেরাই সাধক ওঙ্কারনাথ-র অবর্তমানে পুজোর সময় মায়ের সামনে পাতা আসনে বসার অধিকারী। সেই পরম্পরা আজও বজায় রয়েছে ।

বর্ধমান মহারাজা হতে প্রাপ্ত 'রাজ চক্রবর্তী' উপাধি সীতানাথবাবুর চার পুত্র হতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিবর্তে। সাধক ওঙ্কারনাথ একদা চার ভাতুস্পুত্রদের বিধান দিলেন, 'বছরে একবার সকলে মিলে একত্রিত হয়ে তাদের নিত্য পূজিত মূর্তির অনুরূপ মাটির প্রতিমা তৈরি করে পঞ্চমুন্ডি বেদীতে বসিয়ে,' দীপান্বিতা অমাবস্যা'য় মায়ের পুজো-আরাধনা করতে। সেই থেকে এই পুজো পূর্ব নিয়মরীতি মেনেই চলে আসছে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে এই পরিবারের এক কর্তার সাথে পরিবারের বাকি সদস্যদের পুজো বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় ওই কর্তা আলাদা ভাবে একই রকম প্রতিমা নির্মাণ করে, একই নিয়ম মেনে ঐ চৌহদ্দির মধ্যেই পুজো শুরু করেন । সেই থেকে চক্রবর্তী পরিবারের পুজো 'জোড়া কালীপুজো' হিসাবে পরিচিতি পায় এবং ওই জায়গাটি 'জোড়া কালীতলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরুর দিকে পুজোর দিনে নৈবেদ্য হিসাবে ৬মন ১০সের চাল দেওয়া হতো। তখন এই ব্যবস্থা করে দিতেন বর্ধমান মহারাজা নিজেই। বর্তমানে নৈবেদ্য দেওয়া হয় ২মন চালের। বলি প্রথা আছে এখানে। প্রতি বছর একটি করে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটা আবশ্যিক। পুজোর প্রথম দিনে পঞ্চব্যাঞ্জন ও মাছের ভোগ মাকে অর্পণ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ বিজয়ার দিন সকালে মাকে নিবেদন করা হয়, পান্তাভাত আর কাসুন্দি দিয়ে শোল মাছ। এটা এই পরিবারের চিরপ্রথা। পরিবারের বর্তমান সদস্য (বড় কর্তার বংশধর) শুকদেব চক্রবর্তী জানালেন, মায়ের নিত্য পুজো তিনিই করেন। তিনি আরও বলেন, গাজীপুরে সর্বপ্রথম কালী পুজো হয় তাদের পরিবারেই। মা এখানে খুবই জাগ্রত এবং গোটা গ্রাম সেটা মানে। এখানে মায়ের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের নাম কালী পুকুর। ওই পুকুরের জল নিয়ে মায়ের পুজোর যাবতীয় কাজ করা হয়। কালী পুকুরের জল খুবই পবিত্র। এই বিষয়ে অতীতের এক ঘটনার কথা জানালেন শুকদেব বাবু — তার কোনো এক পূর্বপুরুষ, যিনি পুজোর দিনে মায়ের আসনে বসবেন, তার আগের রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভীষণ জ্বর নিয়ে আসনে বসার অবস্থায় নেই তিনি। সেই সময় পরিবারের পরামর্শে কালী পুকুরের জলে ডুব দিলেন তিনি। আশ্চর্যভাবে, জল থেকে ওঠার পর তার জ্বর উধাও। সম্পূর্ন সুস্থ তিনি। তারপর যথারীতি তিনি মায়ের আসনে বসলেন এবং পুজো করতে সফল হলেন। চক্রবর্তী পরিবারের এই পুজোর প্রতিমা গড়ার মাটি ওঠে দুর্গাপুজোর দশমীর দিনে। প্রতি মাসের অমাবস্যায় পঞ্চমুন্ডি বেদীতে মায়ের আরাধনা হয়। পরিবারের বর্তমান গৃহকর্তী শুকদেব বাবুর স্ত্রীর কথায়, 'মা আমাদের বড়ই আদরিনি, মাকে নিয়েই আমাদের বেচেঁ থাকা। আজও গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি আমরা শুনতে পাই'।

সাতসকালে শুট আউটে মৃত্যু ব্যবসায়ীর, লক্ষ্যভ্রষ্টের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুতি: সাতসকালে প্রকাশ্যে শুট আউট। মুর্শিদাবাদের সুতিতে শুট আউট। মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি

বুধবার সকালে দুষ্কৃতীর গুলিতে মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার কাশিমনগরে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম ইয়াদ শেখ ওরফে বিশু। তার বাড়ি সুতির কাশিমনগরে। জানা গিয়েছে, এদিন কাশিমনগর ট্রান্সফরমারের কাছে নিজের সিমেন্টের দোকানে বসেছিলেন ইয়াদ শেখ নামে ওই ব্যক্তি। তখনই মোটর বাইকে করে চেপে এসে ইয়াদকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন দুষ্কৃতী।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। গুলি চালানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সুতি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গুলি চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বাইকটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। জানা যায়নি শুট আউটের সঠিক কারণও। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে সুতি থানার পুলিশ। দিনের বেলা প্রকাশ্যে এভাবে শুট আউটের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য ছিল কাবিরুল শেখ নামে এক ব্যক্তির ওপর। কাবিরুল শেখকেই লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা দু'টি পিস্তল থেকে মোটরবাইকে চড়েই সাত রাউন্ড গুলি চালায়। কাবিরুল শেখ দোকানেই বসেছিলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগে ইয়াদ আলির বুকে। মোটরবাইকে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে একটি বাইট উলটে যায়। বাইক ফেলেই পালায় দুষ্কৃতীরা। বাইকটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায় বলেন, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। খুনের কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের ভাইপো কাসেম শেখের দাবি, দুষ্কৃতীদের টার্গেট ছিল অন্য একজন। তিনি দোকানেই বসেছিলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাকার বুকে বিঁধেছে।

বোতল ছোড়েননি, শুধু ঠুকেছিলেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেজাজ হারিয়ে বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে কাচের বোতল ছুড়ে মারেন। তেমনটাই অভিযোগ করেছেন অভিজিৎ। যদিও তা মানতে নারাজ কল্যাণ। তাঁর বক্তব্য, তিনি বোতল ছোড়েননি। শুধুমাত্র বোতল ঠুকেছিলেন। তাঁর নিশানা একদম 'পারফেক্ট' হয়।

ডানকুনির কালিপুর চৌমাথা অধিবাসীবৃন্দের শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে পৌঁছন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান কল্যাণের বক্তব্য, 'এক কংগ্রেস এমপির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেই সময় ওঁকে প্রশ্ন করি কেন এত চিৎকার করছেন? প্রশ্ন করা মাত্রই আমার মা, বাবা, স্ত্রীকে নিয়ে গালিগালাজ করেন করেন। প্রতিবাদ করলে মারতে উদ্যত হন। বলেন তোকে মারব, তোকে মারব। একজন বিচারপতির কী ভাষা! চেয়ারম্যান সেই সময় ছিলেন না। আমার হাতে জলের বোতল ছিল। আমি টেবিলে ঠুকে ভেঙেছি আমার হাত কেটে যায়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বোতল ছোড়ার। আমি বোতল ছুড়িনি। আমার নিশানা পারফেক্ট হয়।' এখানেই শেষ নয়, কল্যাণ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কী ভাবে বিচারপতি হয়েছেন সেই 'ইতিহাস'-ও তুলে ধরেন। বলেন, 'কোনও গুণ নেই বিচারপতি হওয়ার। ওঁর দুই বন্ধু একসময় হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাই উনিও জজ হয়েছিলেন। আমি এখনও চ্যালেঞ্জ করছি। আধ ঘণ্টা উনি সুপ্রিম কোর্টে এসে কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করুন। আমিও দেখতে চাই। উনি ষাট হাজার লোকের চাকরি খেয়েছিলেন। আর আমি এই ষাট হাজারের চাকরি সুপ্রিম কোর্ট থেকে বাঁচিয়ে এনেছি। ওঁর রাগ প্রচুর আমার ওপর। কিছুই তো জানেন না। এমনকী এজি কিশোর দত্তকে যাতা বলে অপমান করেছিলেন। পরে আবার ক্ষমা চান।'

আরামবাগে ডাক্তার দেখাতে এসে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ডাক্তার দেখাতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এক মহিলার। অভিযোগের তির যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সেই মূল অভিযুক্ত সুমন্ত মল্লিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে খোদ আরামবাগ শহরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সুমন্তর বিরুদ্ধে আরামবাগ মহিলা থানায় অভিযোগ হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে মামলা করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সুমন্তকে আরামবাগ কোর্টে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। দিন কয়েক ধরে টানা পেটের ব্যথা চলছিল বছর ৪৬ এর ওই মহিলার। তাঁর বাড়ি গোঘাট দু' নম্বর ব্লকের বাবুরামপুর এলাকায়। বুধবার সকালে মহিলাটি একাই আরামবাগে ডাক্তার দেখাতে আসেন। মহিলাটির দুই ছেলে ও স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তাঁরা সকলেই কাজে যান। তাই ওই মহিলা আরামবাগে আসেন ডাক্তার দেখাতে এবং অভিযোগ শিকার হলেন এক ব্যক্তির অপকীর্তির।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার হাসপাতাল রোডের একটি ঔষধের দোকানে ডাক্তার দেখাতে আসেন গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের বাবুরামপুর এলাকার ওই মহিলাটি। তাঁর হাতে ডাক্তারের নাম লেখা সহ চিকিৎসালয়ের ঠিকানা ছিল। একা মহিলা ঘোরাঘুরি করছে দেখে সুমন্ত এগিয়ে আসে এবং তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে বলে ডেকে নিয়ে যায়। একটি গলির মধ্যে গোডাউনে ওই মহিলাকে নিয়ে যায় সুমন্ত। তারপর মহিলাটিকে বসতে বলে শাটার নামিয়ে দেয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে বলে অভিযোগ। মহিলাটি চেঁচামেচি করলে, পাশাপাশি লোকজন ঘটনাস্থলে এসে সুমন্তকে ধরে ফেলেন এবং মারধর করেন। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত সুমন্তকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি নিগৃহীতা মহিলাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

এই বিষয়ে নিগৃহীতা মহিলার ছেলে বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল। প্রায় সময় আরামবাগে ডাক্তার দেখাতে আসেন। কাগজে ডাক্তারের নাম লেখা ছিল। সকালেই উনি চলে আসেন। একা মহিলার ছিলেন বলে সুযোগ নেয়। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টা দেখছে। নিগৃহীতার বোন বলেন, 'দিদিকে ধর্ষণে চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। পরে বাসে আরামবাগে আসি। তারপর ঘটনার কথা শুনি। বাড়ির লোককে ফোন করে সব জানাই।'

এই বিষয়ে গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, এই ঘটনা নিয়ে বলার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ধর্ষণ ও তোলাবাজি একটা দৈনন্দিন ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। ধর্ষণকারী ও তোলাবাজদের শাস্তি নেই এই রাজ্যে। একেবারে অবাক কাণ্ড। ডাক্তার দেখাতে এসে এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কি ভয়ংকর ঘটনা। শাস্তি না দিলে এই ঘটনা বন্ধ হবে না। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে।

চতুর্দশীতেই পূজিত দশমাতার মহাকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওড়িশার ঢোল বাজনা, নবদ্বীপের কীর্তন আর বেলেডাঙার ডগর বাজনার শোভাযাত্রায় মন্দিরে আনা হলো দশমাতার দেবী মহাকালীকে। বুধবার চতুর্দশীতেই পূজিত হয় দশমাতার মহাকালী। ইংরেজবাজার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গাবাগ এলাকায় রয়েছে দশমাথার মহাকালীর মন্দিরটি। ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের পরিচালনায় গত কয়েক দশক ধরে তন্ত্র মতে পূজিত হন মাতা মহাকালী। এবার এই পুজোর ৯৫তম বর্ষ। তবে দশ মাথার মহাকালী শোভাযাত্রায় থাকে চরম আকর্ষণ। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ইংরেজবাজার শহরজুড়েই দেবী মূর্তিকে নিয়েই বিশাল একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানেই ঢাকঢোল, তাসা, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, শিব-পার্বতীর আদলে সাজ সজ্জ্যায় শিল্পীরাও নাচ গানে মেতে ওঠেন।

মূলত ইংরেজবাজার শহরের মানুষেরা এদিন দশমাতার মহাকালীর শোভাযাত্রা দেখতেই রাস্তার ধারে ভিড় করেন। শোভাযাত্রার পর দুপুর দুটোই প্রতিমা আনা হয় গঙ্গাবাগ মাঠের ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির ক্লাবের পুজো মন্দিরে। সেখানে চতুর্দশী দুপুরেই পূজিত হন দশমাতার মহাকালী। এই পুজোকে ঘিরে দেবীর ভোগ হিসেব শোল মাছের টক দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চমুন্ডির থানে দশমাতার মহাকালীর মূর্তি বসানো হয়। দেবী মূর্তির পায়ের নিচে মহাদেব শিব থাকেন না। থাকে অসুরের একটি কাটা মুন্ডু। এই পুজোকে ঘিরে পাঁঠা বলি ও চাল কুমড়ো বলি দেওয়ারও প্রচলন রয়েছে। ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের সদস্য তথা পুজো কমিটির সহ-সভাপতি শুভ্রাংশু দাস বলেন, ১৯৩০ সালে এই পুজোর শুরু। সেই সময় এলাকার বিশিষ্ট জনেদের হাত ধরেই এবং তন্ত্র মতে শুরু হয়েছিল পুজো। প্রবীণদের কথায়, কেউ বলেন ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য ব্যায়াম সমিতি ক্লাবে শরীরচর্চার জন্য দেবীর আরাধনা শুরু হয়। আবার কেউ বলেন মহাকালীকে স্বপ্নাদেশে পেয়েই শুরু হয় এই পুজো। এবার এই পুজোকে ঘিরে চন্দননগরের আলোকসজ্জা বসানো হয়েছে। চার দিন ধরে চলবে নানান ধরনের বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	এস জয়া	০০১৩৮০৭	২৬৫০	৪৯২২৭৫১-৪৯২৪৫০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৪

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭, মো-৮২৫০২৬৬৩৯৭
শাখা : কেষ্টপুর

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Ref : IDBI/RBG/KOL-I/SURAJIT KUNDU ২০.০৮.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুরজিৎ কুন্ডু (ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,৪৫,৯৮৩.০৯ টাকা (একত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো তিরাশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা** ০৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী (**০৯.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ**) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর **৩১,৪৫,৯৮৩.০৯ টাকা (একত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো তিরাশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা** ০৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি অফিস ঘর নং ৪০২, পঞ্চমতলে, পরিমাণ আনুমানিক ৩২৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া ২৬১ বর্গফুট) কমবেশি এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে নির্মাণ ভাড়াহীন জমি বা ময়দান আনুমানিক এরিয়া ৬ কাঠা ১২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪এফ, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্ট অফিস : বিডন স্ট্রিট, থানা : জোড়াবাগান, কলকাতা : ৭০০০০৬, পূর্বতন অংশ ৩৪, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, এবং ২ রঘুনন্দন লেন, উত্তর ডিভিশন, নগর কলকাতা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এবং পরবর্তীতে নব নির্মিত বহুতল ভবন নাম ''জেপিকে পার্ল'', চৌহদ্দি : **উত্তরে :** রঘুনন্দন লেন, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ২ রঘুনন্দন লেন, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৩৪ই, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, **পশ্চিমে :** মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড এবং তদস্থিত সকল নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৪
স্থান : মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন - L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯ । ইমেল: websol@webelsolar.com ; ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৩.৫৫	১১১.৬০	০.৩০	২৫৫.১৬	০.৪৮	২৫.৮৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৪৮.৬১	৩১.৮১	(৫.২৮)	৮০.৪৬	(১০.৯৭)	(৪৭.৩৪)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮.৬১	৩১.৮১	(৫.২৮)	৮০.৪৬	(১০.৯৭)	(১৫২.৬৮)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪১.৯৮	২২.৮৮	(৩.৯৫)	৬৪.৮৮	(৮.৯৪)	(১২০.৯৬)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	৪১.৯২	২২.৮২	(৩.৯৫)	৬৪.৭৭	(৮.৯৪)	(১২১.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	৪২.২১	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৬৫.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)						
	(ক) মৌলিক (টা.)	১৫.৩৭	৫.৪২	(১.০২)	১৫.৩৭	(২.৩১)	(২৯.৯৯)
	(খ) মিশ্রিত (টা.)	১৫.৩৭	৫.৪২	(১.০২)	১৫.৩৭	(২.৩১)	(২৯.৯৯)

দ্রষ্টব্য :
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
৩. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০২৪
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

SKIPPER Limited
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজি. অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩- ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২, ফ্যাক্স : ০৩৩- ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (''দ্য অ্যাক্ট'') -এর সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস,২০১৪ -এর রুল ২০ এবং ২২ -এর সঙ্গে পঠিত (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ সার্কুলার'') দ্বারা জারি করা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেসনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''দি লিস্টিং রেগুলেশনস'') -এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড প্রযোজ্য বিধান, স্কিপার লিমিটেড ('দ্য কোম্পানি') বুধবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৪-এ একটি ই-মেইল পাঠিয়েছে সদস্যদের যারা ডিপোজিটরিজ (এনএসডিএল/সিডিএসএল) অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন কোম্পানির কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (''পোস্টাল ব্যালট নোটিশ'') ও ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর ২০২৪ (কাট অফ তারিখ) তারিখে নিবন্ধন/বেনিফিসিয়াল মালিকদের তালিকা থেকে প্রাপ্ত নাম অনুসারে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাঁদের কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ, **www.skipperlimited.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ, **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, **www.evoting.nsdl.com** -তেও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি শ্রী রাজ কুমার বাস্থিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং - A17190/CP-18428), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা -এর অংশীদারকে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তিনি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।
কোম্পানিটি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে এবং ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') দ্বারা অনুমোদিত ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে। ভোট প্রদানের পদ্ধতি এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে প্রদত্ত নোটের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে:

ই-ভোটিং শুরু	৩১ অক্টোবর ২০২৪ সকাল ৯.০০টা
ই-ভোটিং শেষ	২৯ নভেম্বর ২০২৪ বিকাল ৫.০০টা

সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ২৯ নভেম্বর ২০২৪ বিকাল ৫.০০টার (আইএসটি) আগে। এর পরপরই এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী শেয়ারধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন। ভোটের অধিকারও কাট-অফ তারিখে সদস্য(দের) নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। একটি রেজুলেশনের উপর একবার একজন সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোডে বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ বা **evoting@nsdl.co.in**-এ একটি অনুরোধ পাঠান।
ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজার তাদের প্রতিবেদন কোম্পানীর কাছে জমা দেবেন কিন্তু পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের পরে নয়, এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.skipperlimited.com** -তে এটি স্থাপন করা হবে। সেইসঙ্গে ফলাফল বিএসই এবং এনএসই -তেও দেওয়া হবে। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি উল্লেখ করতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে পাওয়া যায় অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন- ১৮০০-২২২-৯৯০ বা **evoting@nsdl.co.in** - একটি অনুরোধ পাঠান।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৪

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি,
কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. **মেসার্স নেহুল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** ৫/বি ২৩, সিলস গার্ডেন লেন, কাশীপুর, কলকাতা - ৭০০০০২ 二. **শ্রী রাহুল গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা)** পিতা গোবিন্দ রাম গুপ্তা ২৮/ভি/১এ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কাঁকুরগাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪ ৩. **শ্রী সুব্রত দাস (ডিরেক্টর)** পিতা প্রয়াত ষষ্ঠী চরণ দাস ৬০, টি সি মুখার্জি স্ট্রিট, রিষড়া, হুগলি, পব-৭১২২৪৮	ক) ২,৯৬,০০,০১৭.৬৩ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx৪২১৭ অধীন, বকেয়া ২৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ), ১০,১৬,৪৪৭.০০ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx৬৪৭৪ অধীন বকেয়া ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং ৯৬৪৭৫৩২.০০ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx০২৮১, বকেয়া ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) মোট ৪,০২,৬৩,৯৯৬.৬৩ টাকা (চার কোটি দুই লাখ তেষট্টি হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা। খ) ৩১.০৫.২০২৪ গ) ২৮.১০.২০২৪

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তি নং ১
১ম তপশিল (উক্ত প্রেমিসেস)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২৫৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৫৬ কাঠা ১১ ছটাক ৫ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, নথিভুক্ত বিভিন্ন আরএস খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪, মৌজা কলাবেড়িয়া, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১০, থানা : রাজারহাট অধিক্ষেত্রে, এডিএসআর বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নমতে : **উত্তরে :** দাগ নং ৩৯১, এবং ৩১৫; **পূর্ব :** আরএস দাগ নং ৩১৬ এবং ৩১৮; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩৮৯, ৩২৬ এবং ৩৭৯; **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক (২০ ফুট)।

২য় তপশিল অংশ -১
(উক্ত ফ্ল্যাট)
অ্যাপার্টমেন্ট/বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১/২এফ, ৩য় (তৃতীয়) তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৯৯৬ বর্গফুট, ব্লক -১, ''মন্থিল এসেন্স'' কমপ্লেক্সে (উক্ত কমপ্লেক্স), কলাবেড়িয়া, কামারবাড়ি, পোস্ট অফিস : রাজারহাট বিষ্ণুপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৫, থানা : রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ০১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।

অংশ -২
(উক্ত ফ্ল্যাট এবং আবাসন)
উক্ত ফ্ল্যাট সংশ্লিষ্ট অংশ -১, ২য় তপশিলে বর্ণিত মতে। পার্কিং স্পেস, কার পার্কিং স্পেস/গুলি উক্ত ২য় তপশিলের অংশ-২ বর্ণিত মতে। জমির অংশ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য সমানুপাতিক এবং বিভিন্ন অংশ জমির উক্ত প্রেমিসেস তপশিল ১ তে বর্ণিত মতে, চাতালে উক্ত ব্লক/ উক্ত কমপ্লেক্স উক্ত ফ্ল্যাট এবং পার্কিং স্পেস।

সম্পত্তি নং ২
১ম তপশিল (উক্ত প্রেমিসেস)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২৫৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৫৬ কাঠা ১১ ছটাক ৫ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, নথিভুক্ত বিভিন্ন আরএস খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪, মৌজা কলাবেড়িয়া, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১০, থানা : রাজারহাট অধিক্ষেত্রে, এডিএসআর বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নমতে : **উত্তরে :** দাগ নং ৩৯১, এবং ৩১৫; **পূর্ব :** আরএস দাগ নং ৩১৬ এবং ৩১৮; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩৮৯, ৩২৬ এবং ৩৭৯; **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক (২০ ফুট)।

২য় তপশিল অংশ -১ (উক্ত ফ্ল্যাট)
অ্যাপার্টমেন্ট/বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১/১এফ, ২য় (দেতলা) তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৯৯৬ বর্গফুট, ব্লক -১, ''মন্থিল এসেন্স'' কমপ্লেক্সে (উক্ত কমপ্লেক্স), কলাবেড়িয়া, কামারবাড়ি, পোস্ট অফিস : রাজারহাট বিষ্ণুপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৫, থানা : রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ০১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।

অংশ -২
(উক্ত ফ্ল্যাট এবং বসবাসের স্থান)
উক্ত ফ্ল্যাট ২য় তপশিলের অংশ -১ এর বর্ণিত মতে। জমির অংশ , অবিভক্ত, অবিচ্ছেদ্য,সমানুপাতিক এবং বিভিন্ন অংশ জমির উক্ত প্রেমিসেস ১ম তপশিলে বর্ণিত মতে, চাতাল উক্ত ব্লক/উক্ত কমপ্লেক্স ব্যবহারের স্থান উক্ত ফ্ল্যাট এবং পার্কিং স্পেস।

সম্পত্তি নং ৩
১ম তপশিলে (উক্ত প্রেমিসেস)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২৫৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৫৬ কাঠা ১১ ছটাক ৫ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, নথিভুক্ত বিভিন্ন আরএস খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪, মৌজা কলাবেড়িয়া, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১০, থানা : রাজারহাট অধিক্ষেত্রে, এডিএসআর বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নমতে : **উত্তরে :** দাগ নং ৩৯১, এবং ৩১৫; **পূর্ব :** আরএস দাগ নং ৩১৬ এবং ৩১৮; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩৮৯, ৩২৬ এবং ৩৭৯; **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক (২০ ফুট)।

২য় তপশিল অংশ -১ (উক্ত ফ্ল্যাট)
অ্যাপার্টমেন্ট/বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২/৪এফ, ৫ম তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট, ব্লক ১, ''মন্থিল এসেন্স'' (উক্ত কমপ্লেক্সে) কমপ্লেক্সে, কলাবেড়িয়া, কামারবাড়ি, পোস্ট অফিস : রাজারহাট বিষ্ণুপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৫, থানা রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ০১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।

অংশ -২
(উক্ত ফ্ল্যাট এবং বসবাসের স্থান)
উক্ত ফ্ল্যাট উক্ত ২য় তপশিলের অংশ -১ বর্ণিত মতে। জমির অংশ, অবিভক্ত, অবিচ্ছেদ্য, সমানুপাতিক এবং বিভিন্ন অংশ জমির উক্ত প্রেমিসেসে উক্ত ১ম তপশিলে বর্ণিত মতে, চাতাল উক্ত ব্লক/উক্ত কমপ্লেক্স উক্ত ফ্ল্যাটের প্রদত্ত মতে।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৩,৭৭৯.১৭	২৪,৭৮১.০০	১৯,১৫২.২৮	৫৮,৫৬০.১৭	৩৭,৯৬২.০১	১,১০,৭২৯.৮০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৬,২৫৩.৮১	৪,১২০.৭৮	৩,১৫৯.৪৮	১০,৩৭৪.৫৯	৬,১২৩.০৩	১৯,৯২৪.১৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬,২৫৩.৮১	৪,১২০.৭৮	৩,১৫৯.৪৮	১০,৩৭৪.৫৯	৬,১২৩.০৩	১৯,৯২৪.১৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,৬৫৮.৯৭	৩,০৮৩.৮১	২,৩৪২.৬৬	৭,৭৪২.৭৮	৪,৫৪৮.৯০	১৪,২০২.৯৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,৬৬০.৫১	৩,০৮৫.৩৮	২,৩৩২.৫৩	৭,৭৪৫.৮৯	৪,৫২৮.৬৪	১৪,২০৮.১৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						৭৫,০২৭.১৩
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৪.৭৭	৩.১৬	২.৪০	৭.৯৩	৪.৬৬	১৪.৫৪
	২. মিশ্রিত	৪.৭৭	৩.১৬	২.৪০	৭.৯৩	৪.৬৬	১৪.৫৪

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -এ।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩০ অক্টোবর, ২০২৪

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৯,৯৪১.২৪	৩৭,৪৪৫.৫২	৩২,৩১৭.৯২	৮৭,৩৮৬.৭৬	৬৫,০৮৮.৬৮	১,৬৯,২৬১.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৯,৭৬৭.৭৯	৫,৮৫৩.৮৯	৫,৭১৪.৫৯	১৫,৬২১.৬৮	১০,৭০৩.৩৪	২৭,০৮৪.৭৯
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯,৭৬৭.৭৯	৫,৮৫৩.৮৯	৫,৭১৪.৫৯	১৫,৬২১.৬৮	১০,৭০৩.৩৪	২৭,০৮৪.৭৯
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭,০২১.৬৯	৪,৩০৫.০৭	৪,২৯১.৪৬	১১,৩২৬.৭৬	৮,৩৩৪.৩৪	৬৮,৩৭৬.৫৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১১,৪৫০.২৭	৩,৯৫৯.৬৮	৩,৫৭২.৫৩	১৫,৪০৯.৯৫	৮,৪৪২.৪১	৬৯,৩৬৯.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						১,২৩,৬১৪.৬৯
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৬.১৭	৩.৯৬	৩.৫৩	১০.১৩	৬৭.৮৯	৪৮.৬৩
	২. মিশ্রিত	৬.১৭	৩.৯৬	৩.৫৩	১০.১৩	৬৭.৮৯	৪৮.৬৩

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -এ।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩০ অক্টোবর, ২০২৪

নিজের শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: নিজের পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ তার বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মংগলবার বিকেলে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর এলাকায়। ইতিমধ্যেই মৃত ওই শিশুকন্যার বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত বাবা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিশুকন্যার নাম অদিতি সেন, (৫)। তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তর নাম অরূপ সেন ওরফে তনু। পেশায় তিনি শহরের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই ওই শিশুকন্যার অচেতন দেহ নিয়ে তার পিতা অরুপ ওরফে তনু সেন রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে যান। মেডিক্যালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তনু তাঁর কন্যাসন্তানের মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলে চিকিৎসকরা ও মেডিক্যালের কর্মীরা বাধা দেন। কর্তব্যরত পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ জানিয়েছে, কিছু সময় জিজ্ঞাসাবাদের পরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই শিশুকন্যার বাবা। তিনি স্বীকার করেন তিনিই তাঁর শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল নিজের কন্যাসন্তানকে খুন করে তিনি নিজেও আত্মঘাতী হবেন বলে। এই খুনের কারণ হিসাবে ওই বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর বেশকিছু ঋণ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি মরে গেলে প্রিয় শিশুকন্যাকে কেউ সঠিক ভাবে দেখ ভাল করবে না। সেই ভয় থেকেই তিনি তার শিশুকন্যাকে খুন করেছেন।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রায়গঞ্জ থানায় একটি ইনফরমেশন আসে যে একটি পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে মৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ সহ সবকিছু খতিয়ে দেখা হয়। সিসিটিভিতে দেখা যায় ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ আগে মেয়েটিকে নিয়ে তার বাবা অফিস রুমে যায়। আর কিছুক্ষণ পরেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যান্য সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার পাশাপাশি, শিশুকন্যার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন। বুধবার তাঁকে পুলিশি হেপাজতে চেয়ে আদালতে তোলা হয়।

ডানার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ধান চাষিদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে ক্ষতি হয়েছে ধান চাষে। আর সেই ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে বুধবার জেলা পরিষদের সদস্য ও পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রাধিকাপুর গ্রামের চাষিরা মূলত এদিন ধান চাষের ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেই এই বিক্ষোভ দেখায়। যদিও মালদা জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খানের হস্তক্ষেপে চাষিরা শান্ত হন এবং তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব পড়ে। মালদা জেলাতেও ঝড়ো হাওয়ার পাশাপাশি তিনদিন বৃষ্টি হয়। এরফলে সুলতান নগর অঞ্চলে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয় বলে দাবি করেছেন চাষিরা। তাঁদের অভিযোগ, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়

কয়েক হাজার বিঘা জমির ধান। অনেক চাষী বাইরে থেকে লোন নিয়ে ধান চাষ করে ছিলেন। প্রত্যেকের মাথায় হাত। কিন্তু এত ক্ষতির পরেও মেলেনি প্রশাসনিক কোন আশ্বাস। তাই এদিন ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন চাষিরা।

বিক্ষোভের খবর পেয়ে সেখানে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মা মণ্ডল। তাঁদেরকে ঘিরেও চলতে থাকে বিক্ষোভ। চাষীদের দাবি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদিও চাষিদের এই ক্ষোভের কথা মেনে নিয়েছে স্থানীয় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বুলবুল খান বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে কারওর কিছু করার থাকে না। সহানুভূতির সঙ্গে চাষিদের পরিস্থিতি ভেবে দেখা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ধানচাষিরা যাতে ক্ষতিপূরণ পান সে ব্যাপারেও জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

এখনও চল ল্যাটামাছ পোড়ানোর সিঙ্গুরের রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগের কথা। যে সাতটি গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছিল আদি সপ্তগ্রাম বন্দর, তার একটি গ্রাম বাসুদেবপুর। সপ্তগ্রাম থেকে পাণ্ডুয়ার দিকে যেতে পূর্ব দিকে নেমে গিয়েছে এক পায়ে চলা পথ, এ পথ গিয়ে মিশেছে ত্রিবেণীতে, যেখানে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। সারাদিন ধরে বহু পুণ্যার্থী যাতায়াত করেন এই পথ ধরে। ঘন জঙ্গলে ঢাকা এ পথ আপাতদৃষ্টিতে ছায়া সুনিবিড় হলেও, ভুক্তভোগীরা জানেন এ পথ কত ভয়ঙ্কর!

কথিত, এ পথের উত্তর পারে বাঘটি গ্রামেই বাস ছিল রঘু ডাকাতের। এই রাস্তার পাশেই গহীন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে রঘু ডাকাতের 'ডাকাতকালী মন্দির'। একচূড়াবিশিষ্ট ডাকাত কালীমন্দির বিখ্যাত রঘু ডাকাতের ভাই বুধো নামক এক ডাকাত প্রতিষ্ঠা করেন। বুধো ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তিটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। সাত ফুট উচ্চ বর্তমান বিগ্রহটির পদতলে শায়িত শিব। বুধো ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কালী বর্তমানে রঘু ডাকাতের কালী নামে জনপ্রিয় ও

সিদ্ধেশ্বরী কালী হিসেবে পূজিতা হন।

কথিত ইতিহাস অনুযায়ী, বাগহাটির জয়পুরের বাসিন্দা বিধুভূষণ ঘোষ ও রঘু ঘোষ ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা দিনের বেলা ক্ষেতমজুরের কাজ করার পর রাতে এলাকার ধনী ও প্রভাবশালীদের বাড়িতে ডাকাতি করতে বেরত। রঘু ডাকাতের দলবল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাতায়াতকারীদের গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। ল্যাটামাছ পোড়া দিয়ে কালীর পুজো হত সেই সময়। বর্তমানেও মায়ের প্রধান ভোগ হিসেবে চলে আসছে সেই প্রথা।

মন্দিরে সেবায়েত জানান, এক ভয়ঙ্কর ডাকাতি হওয়ার পর মাকে আবার নতুন করে মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই বিগ্রহই এখনও পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছে। কথিত ইতিহাস থেকে জানা যায় তৎকালে কালীবাড়ি ভাগ হয়ে যায় দুটো দলে। এক, গেরস্থ কালীবাড়ি; আর দ্বিতীয়, কুখ্যাত ডাকাত কালীবাড়ি! একটা সময় ছিল যখন নরবলি ও ল্যাটামাছ পোড়া দিয়ে পুজো দিয়ে ডাকাতির উদ্দেশে রওনা দিতেন রঘু ডাকাত ও তাঁর দলবল। কালীপুজোর দিনে এখনও চল রয়েছে ল্যাটামাছ পোড়া দেওয়ার। আর তা মহাপ্রসাদ হিসেবে নিতে দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত এসে ভিড় জমান রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরে।

আবারও নতুন করে নির্মিত হচ্ছে সুপ্রাচীন এই কালীমন্দির। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান'হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয় কালীপুজোর রাতে। নতুন ভাবে মায়ের মন্দিরে নির্মাণকার্য শেষ হলে প্রাচীন কথার মাহাত্ম্য মানুষের মনে গেঁথে থাকবে আরও সুদৃঢ় ভাবে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণে কালীপুজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার আলোর উৎসব দীপাবলি। শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবে সকলে। আলোকমালায় সেজে উঠবে শহর নগর গ্রাম। এই কালীপুজো উপলক্ষে বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরেও শ্যামা মায়ের পুজোয় ব্রতী হয়েছেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধোবা গ্রামের ধোবা ঐক্য বারোয়ারি কমিটি।

উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে তাঁরা এই পুজো করে আসছেন। দু'টি মহৎ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার তাঁরা তাঁদের এই বছরের পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন। নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এদিন এই পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন। এদিন প্রথমেই তাঁরা পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেন। এরপর ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের কর্মসূচি শুরু করেন।

এছাড়াও এদিন তারা একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। কালনা ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা এদিন রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। উদ্যোক্তারা জানান প্রায় ৮০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। এদিন নিজের শিশুসন্তানকে পাশে নিয়ে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন এক গৃহবধূ। তেমনই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে এখানে বেড়াতে এসে রক্তদানে শিবির দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এক যুবক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।আগামী চার দিন নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাজানো থাকবে তাদের এবারের অনুষ্ঠান সূচি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান, নসরতপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কানন বর্মন, অমল হালদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

পূর্ব বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে সাংসদ কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। স্টেশন পরিদর্শনের পর বৈঠকও করা হয় সমস্ত রেলওয়ে আধিকারিকদের নিয়ে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ এবং ডি আর এম জানান বর্ধমান শহরের মধ্যে তিনটি রেলওয়ে গেট সবথেকে গুরুত্বপুর্ন রেলগেট। তালিত রেলগেট, কালনাগেট, শক্তিগর রেলগেট। এই রেলগেট গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ কালের সমস্যা ও নানান অভিযোগ কারণ প্রতিদিনই প্রায় বহু মানুষ এই রেলগেটের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করেন তাতে প্রচুর যানজটের সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘক্ষণ মানুষকে রেল লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাই সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে অন্যথা উড়ালপুল করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ সেই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন।

অন্যদিকে পুরনো যে রেল ওভারব্রীজ রয়েছে ভগ্ন অবস্থায় সেটিও মেরামত করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কারণ নতুন যে ওভারব্রিজ রয়েছে সেই ওভার ব্রিজ যদিও অনেক মানুষের হেঁটে বা সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। তাই পুরনো ওভার ব্রিজ থেকে মেরামত করে চলাচলের

জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

এদিন পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে মূলত স্টেশনের সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেইসাথে প্ল্যাটফর্মের প্রকল্পগুলির অগ্রগতির বিষয়েও নজর দেওয়া হয়। পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্টেশনের যে সমস্ত পরিকাঠামোগুলির ধংসাবশেষ রয়েছে সেগুলি অপসারণের নির্দেশও দেওয়া হয়। প্রতিদিন এই বর্ধমান রেল স্টেশনে শত শত যাত্রী যাতায়াত করেন তাই তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্য, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ,টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সমস্ত যাত্রী থেকে শুরু করে রেলওয়ে স্টেশন সব কিছুই যাতে সুন্দর ভাবে বজায় রাখা যায় সেই বিষয় নিয়েও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয়।

বাল্যবিবাহ রোধে আলোচনা জীবিকা সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ এক সামাজিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই বাল্যবিবাহ রোধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে জীবিকা ডেভেলপমেন্ট

সোসাইটি। শুধু তাই নয়, নারীর অধিকার, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন। জীবিকার উদ্দেশ্য হল কন্যা শিশুদের পাশপাশি তাদের মা বাবাকেও সচেতন করা এবং বাল্যবিবাহের কুপ্রভাব সম্পর্কে তাদের অবহিত করা।

এ বিষয়ে বাবা মা ও মানুষকে সচেতন করতে জীবিকার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। জীবিকার সম্পাদিকা ডালিয়া রায় জানান, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জীবিকা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। তাঁরাই প্রথম এগিয়ে আসেন এই সব ক্ষেত্রে। তাঁরা মনে করেন, আগামী দিনে ফুলের মত কন্যা শিশুরা যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে' সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের পথ চলা।

আলোচনা সভা আয়োজিত হয় বেহালা শরৎ সদন সভা গৃহে। আলোচনায় শিশু সুরক্ষায় স্টেক হোল্ডার ও অভিভাবকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিশু কল্যাণ কমিটির সভাপতি অনিন্দিতা ব্যানার্জি থামতা, পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য যশোবন্তি শ্রীমানী, জেলা আইনি সেবা সচিব হেমন্তিক সুনদাস, জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের কাউন্সিলর অর্পিতা রায়চৌধুরী ও সনাতন বৈদ্য।

কালীপুজোয় পুলিশের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কালীপুজো উপলক্ষে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি থানার পুলিশের উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে বুধবার উপস্থিত ছিলেন জামবনি থানার আইসি বিশ্বজিৎ সাহা ও ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামিম বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা জামবনি থানার বিভিন্ন এলাকার দুঃস্থ পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানে জামবনি থানার অসহায় দরিদ্র পরিবারের ১৫০ জন মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

মৌতড়ের মা বড় কালীপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

মৌতড়ের কালীমন্দির, মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়ার সেরা মৌতড়ের মা বড় কালী পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমেই।

রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়া জেলার সব থেকে বড় কালীপুজো মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোর দিকে নজর জেলার এমনকি পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বহু ভক্তের।* রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়া জেলার সব থেকে বড় এই*কালীপুজোর বৈশিষ্ট্য হল বলিদান।*এখানে পুজোর রাত থেকে শুরু হয় বলি। চলে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত। পাশাপাশি সারা বছর ধরে ছাগ, ভেড়া বলিদান করা হয়ে থাকে এই মৌতড়ের মা বড় কালীর মন্দিরে।

কালীঘাট মন্দিরের আদলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের শতাব্দীপ্রাচীন মৌতড় কালীমন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। এবার দর্শনার্থীদের সমাগম অন্যান্য বছরগুলির ন্যায় রেকর্ড করবে বলে আশাবাদী উৎসব কমিটি। ইতিমধ্যে*সারা মৌতড় ঘিরে সাজো সাজো উল্লাস। উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা। নতুনভাবে কালীঘাট মন্দিরের আদলে কয়েক বছর আগে মন্দির তৈরি হওয়ায় মৌতড় গ্রামের এই পুজো এবার অন্য মাত্রা পেতে চলেছে। বিভিন্ন জনশ্রুতিতে ভরা এই পুজোয় শুধু জেলারই নয়, আশপাশের জেলা থেকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে বহু ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকর্মীদের। তবে ঠিক কত বছর আগে এই পুজোর

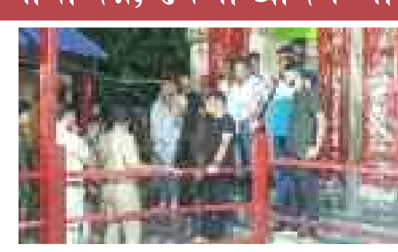

শুরু হয় তার সঠিক হিসাব নেই উদ্যোক্তাদের কাছে।

তবে এলাকার জনশ্রুতি ও মৌতড় গ্রামের পুজো নিয়ে লেখা কিছু বইতে উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, কয়েক শতাব্দী আগে গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের জামাই সাধক শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মৌতড় গ্রামে কালীপুজো শুরু করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা লোকগবেষক সুভাষ রায় বলেন, মৌতড় গ্রামের কালীপুজো ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে।*তবে জানা যায় বর্ধমানের বাসিন্দা, শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মৌতড় গ্রামের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। শোভারাম মৌতড় গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন। সাধক প্রকৃতির শোভারাম দিনেরাতে এলাকার শ্মশানে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করে তিনি পুজোপাঠ শুরু করেন। পরে ওই জায়গাতেই মন্দির গড়ে উঠে। তন্ত্রমতে সিদ্ধ এই পঞ্চমুণ্ডির আসনটি বর্তমানে মন্দিরের নীচে রয়েছে বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের।

এই পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যায়। দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে সাধারণত শুরু হয়ে যায় এই পূজার প্রস্তুতি। সেই রেশ চলে ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন পর্যন্ত। বংশানুক্রমে এ মন্দিরের পৌরহিত্য করে আসছেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। সনৎবাবুর কথায়,মন্দিরে এখনও রয়েছে শতাধিক বছরের পুরনো পুঁথি। পুজোর সময়ে সেই পুঁথি পাঠ করা হয়। কমিটির সেক্রেটারি তথা মায়ের সেবাইত পার্থসারথী ভট্টাচার্য জানান, ইতিমধ্যেই মৌতড়ের মা বড়কালী পুজো উপলক্ষে মেলায় ভিড় সামাল দিতে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে রঘুনাথপুর থানার আইসি, রঘুনাথপুর মহকুমার এসডিপিও সহ পুলিশ কর্তারা মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারের মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করার কথা রয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পুরুলিয়ার সেরা তথা রাজ্যের অন্যতম রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড়ের জাগ্রত মা বড়কালীর মন্দির চত্বর ও মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রঘুনাথপুরের এসডিপিও সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মৌতড়ের কালীমন্দির চত্বর ও মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার।

জামালপুরের সিদ্ধেশ্বরীর পুজো নিয়ে হাজারও কাহিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় ২৫০ বছর আগের কথা। দামোদর নদের তীরবর্তী এই এলাকা তখন ছিল জঙ্গলে ঘেরা। এখানেই ছিল মহাশ্মশান। সেখানে বসবাস ছিল নাগা সন্ন্যাসীদের। শ্মশানে তারা শুরু করেছিল সিদ্ধেশ্বরী মাতার পুজো। সেই পুজো ঘিরে রয়েছে নানান কাহিনি, নানান গল্পকথা। দেবীর মাহাত্ম্য আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। জাগ্রত দেবী হিসেবেই মেনে চলেন সবাই। দেবীর মহিমায় দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয় এমনই বিশ্বাস সকলের। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সিদ্ধেশ্বরী মাতার পুজো ঘিরে হাজারও কাহিনি শোনা যায় এলাকায়।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে শুরু হওয়া সেই সিদ্ধেশ্বরী মাতাকে কালী রূপে পূজা করে বর্তমানের দত্ত পরিবার। এই দত্ত পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই সময়, তাঁদের নজরে আসে সেই নাগা সন্ন্যাসীরা শ্মশান থেকে নরমাংস নিয়ে এসে রান্না করে

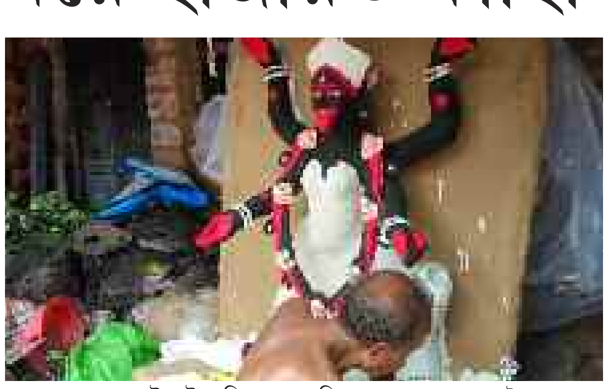

খাচ্ছেন। তা দেখেই এই পরিবারের সদস্যরাই তাঁদেরকে এলাকা থেকে বের করে দেন। তারপর থেকেই তাঁরাই দেবীর আরাধনা করেন। এই পরিবারের আর্থিক অভাবে একসময় পুজো বন্ধ হওয়ার মুখে ছিল।

শোনা যায় সেই সময় দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে থোড়ের নৈবেদ্য দিয়ে পুজো চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা পুজোর আয়োজনে সমস্ত কিছু রাখলেও থোড়ের নৈবেদ্য বাদ দেন না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই পরিবারের সদস্যরা নিজের হাতে এই প্রতিমা গড়েন। সেই প্রতিমাই নিয়ম নিষ্ঠা মেনে মধ্যরাত থেকে পুজো শুরু হয়। জামালপুর এলাকা ছিল বর্ধমান মহারাজের তত্ত্বাবধানে জমিদারি এলাকা। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির এখনো রয়েছে এলাকায়।

কথিত আছে, বহু বছর আগে যে পুরোহিত দেবীর পুজো করতেন তিনি এই পুজো সময় মতো না করে অন্য একটি পুজো করতে চলে যাচ্ছিলেন। রাস্তাতেই পড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু হয়। তারপরে দেবীর পুষ্প স্নান জলে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পুজো শুরু করেন। একই রকমভাবে বেশ কয়েক বছর পর আরও এক পুরোহিত দেবীকে সময়মতো পুজোর না করে ভোরে এসেছিলেন পুজো করতে পুজোর আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে যান। তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে যায় এমন অনেক কাহিনি আজও ঘোরে এই দেবীকে নিয়ে।

তবে এখনও রাতে দেবী এখানে ঘোরাঘুরি করেন এমন বিশ্বাস সকলের মধ্যে রয়েছে। গা ছমছম করা পরিবেশ গোটা এলাকায়। আর সেই পরিবেশের মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে কালী রূপে নিয়ম নিষ্ঠা মেনে পুজো করেন দত্ত পরিবারের সদস্যরা। পুজোয় দূর দূরান্তের মানুষরা এসে হাজির হন এই এলাকায় বিরাট উৎসবের চেহারা নেয় এলাকা জুড়ে।

৪০০ বছর ধরে সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো আরামবাগের মুখার্জি বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হঠাৎ সাধুর আবির্ভাব গ্রামে। আর সেই সাধুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন মা সিদ্ধেশ্বরী কালী। এটি আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর ২ অঞ্চলের কেশবপুর গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালী রূপে অধিষ্ঠিত। এখানে মা সিদ্ধেশ্বরী কালী রূপে পূজিত হন। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে নানান ঘটনা আছে। বতর্মানে পুজোটি করেন কেশবপুরের মুখার্জি পরিবার।

পুজোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ থেকে আনুমানিক ৪০০ বছর আগে। সেই সময় ওই এলাকাটি শ্মশান এবং ঘন বন জঙ্গলে ভরা ছিল এবং ওই এলাকায় এক সাধুর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনিই মাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি খড়ের মন্দির করে মায়ের পুজো শুরু করেন। পরে তিনি মারা গিয়েছিলেন। তবে ওই সাধু কোথা থেকে এসেছিলেন সে নিয়ে মুখার্জি পরিবারের সদস্যরা বিশেষ কিছু বলতে পারেনি।

উল্লেখ্য, সেই সময় মুখার্জি পরিবারের পূর্বপুরুষদের বর্ধমানের রাজা জায়গা দান করেছিলেন। মুখার্জি পরিবারের স্থায়ী বাড়ি অন্য জায়গায় ছিল। ১৯৪২ সালে ভবতরণ সিং নামে

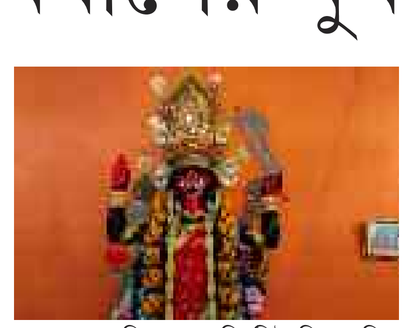

গ্রামের এক ব্যক্তি মায়ের মন্দিরটি তৈরি করে দিয়ে ছিলেন। সেই সময় থেকেই মায়ের পুজো মন্দিরে হয়ে আসছে। কেশবপুরের সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর পুজো বছরে দুবার হয় একবার কার্তিক মাসের অমাবস্যায়। আর একবার জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

এই পুজোয় কেশবপুরে ১৬টি গ্রামের মানুষ সামিল হন। এই পুজোর বিশেষত্ব হল ১৬টি গ্রামের কারো বাড়িতে কালী মায়ের ছবি বা কালীর ক্যালেন্ডার দেখতে পাওয়া যায় না। যদি কারো বাড়িতে এরকম কালীর ছবি বা ক্যালেন্ডার থাকে সেগুলোকে মায়ের মন্দিরে জমা দিতে হয়। মায়ের ঘট ওঠে পাশের পুকুর থেকে, যেটা কালীপুকুর নামে পরিচিত। তার বিপরীত দিকেই রয়েছে শিবের মন্দির। তারও রয়েছে একটি পুকুর। তার নাম শিবপুকুর। এই পুজোতে ছাগ বলি প্রথা রয়েছে। মায়ের কাছে মানত করলে মা সেই মানত পূরণ করেন। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন মায়ের মন্দিরে। পুজোর দিন প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষেরা আসেন মায়ের মন্দিরে।

পুজো প্রসঙ্গে কেশবপুরের মুখার্জি পরিবারের সদস্য সুশোভন মুখার্জি বলেন, 'এখানে তখন বন ছিল এবং একটা সাধু বাস করতেন। সেই সাধু এখানে মাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর উনি মারা যান। আমাদের বাড়ি অন্য জায়গায় ছিল, আমাদের পূর্বপুরুষদের তখন বর্ধমানের রাজারা এখানে জায়গা আমাদেরকে দান করে এবং মায়ের পুজো করতে দিয়ে যায়। সেই থেকে আমরা বংশপরম্পরায় মায়ের পুজো করে আসছি। এই গ্রামে আমাদের একটাই কালীপুজো অন্য কোনও গ্রামে হয় না। পুজোয় প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তিন দিন ধরে মায়ের ভোগ তৈরি হয়। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর পর মায়ের বিসর্জন হয়।'

জমজমাট দীপাবলি উদযাপন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: দীপাবলি উদযাপনে মেতে উঠেছে গোটা দেশ। বাদ পড়েনি দিল্লির মার্কিন দূতাবাসও। কর্মচারীদের সঙ্গে দিওয়ালি পালনে মেতে ওঠেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি। তবে অনুষ্ঠান হাজির হয়ে সকলকে চমকে দিয়ে নাচের মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। বলিউডের জনপ্রিয় তওবা তওবা গানে তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ৫৩ বছর বয়সি গারসেটির নাচ দেখে মুগ্ধ সকলেই। অনুষ্ঠানে হাজির দর্শকরা তো বটেই, নেটিজেনরাও বাহবা জানিয়েছেন গারসেটিকে।

খয়েরি কুর্তা আর সাদা পাজামার সঙ্গে লাল উত্তরীয় পরে মঞ্চ মাতান মার্কিন রাষ্ট্রদূত। পর্দার ভিকি কৌশলের মতোই গারসেটির চোখেও ছিল সানগ্লাস। একেবারে বলিউডি মেজাজে নাচে মেতে ওঠেন তিনি। তবে এই প্রথমবার নয়। গত বছর দীপাবলির অনুষ্ঠানেও বলিউডি গানে নেচেছিলেন গারসেটি। সেবার ছঁইয়া ছঁইয়া গানে পা মেলান তিনি। দুবারই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাচের ভিডিও ভাইরাল হয় নেটদুনিয়ায়।

উল্লেখ্য, গত কয়েকবছর ধরেই ধুমধাম করে দীপাবলি পালন করা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসে। সোমবার সেই দিওয়ালি অনুষ্ঠানে মহাকাশ থেকে বার্তা দেন সুনীতা উইলিয়ামস। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন গারসেটি। তার দুদিন পরেই ভারতের মার্কিন দূতাবাসেও আয়োজিত হল দিওয়ালি। সেখানে খাঁটি ভারতীয় মেজাজে গারসেটিকে দেখে নেটিজেনদের মত, অসাধারণ।

দীপাবলিতে মিষ্টি বিতরণ দুদেশের জওয়ানদের

সীমান্ত থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার ভারত-চিনের

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: সীমান্ত সংঘাত মেটানোর পথে আরও একধাপ এগোল ভারত-চিন। সূত্রের খবর, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে দুই দেশ। দীপাবলি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সীমান্তে মিষ্টি বিলি করবে ভারতীয় সেনা। দিনকয়েক পরেই স্বাভাবিক নজরদারি শুরু হবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস সামিটে যোগ দেওয়ার ঠিক আগেই সেনা সরানো এবং ২০২০ সাল থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করতে দুই দেশ একমত হয়। মোদির সফরের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেই তিনি বলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত এবং চিনের মধ্যস্থতাকারীরা লাগাতার আলোচনা করেছেন। তার পরে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে একমত হয়েছে দুই দেশ।' তিনি আরও জানান, সামরিক তৎপরতা কমিয়ে কেবলমাত্র

টহলদারির সেই পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবে দুই দেশ। চিনের তরফেও একই কথা জানানো হয় বিবৃতি জারি করে।

তার পরেই গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সেনা সরানোর প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবরের আগে পর্যন্ত সীমান্তে স্রেফ টহলদারি চালাত দুই দেশ। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে সীমান্তে বাড়তে থাকে। সেনা মোতায়েন করে ভারত-চিন। এমনকি অস্থায়ী ছাউনি-সহ নানা নির্মাণও দেখা যায় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাজুড়ে। তবে সেই সমস্ত কিছুই সরিয়ে নিতে একমত হয়েছে দুই দেশ।

সেনা সূত্রে খবর, সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয়েছে। খুব শীঘ্রই ডেমচক এবং দেপসাংয়ে শুরু হবে স্বাভাবিক টহলদারি। বুধবারই দুপক্ষের তরফে গোটা পরিস্থিতি খ তিয়ে দেখা হয়েছে। কীভাবে কোন এলাকায় নজরদারি চলবে সেই নীল নকশাও তৈরি করছেন গ্রাউন্ড কমান্ডাররা। সামরিক তৎপরতা কমিয়ে বৃহস্পতিবার দীপাবলি উদযাপনে মেতে উঠবেন সীমান্তের সেনা জওয়ানরা। মিষ্টি বিতরণ করা হবে চিনা সেনার কাছেও।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation **No. 02/Online UPS (6KVA)/ C.M/ 2024-2025, Dt:-30-10-2024** for supplying 6KVA ONLINE UPS for New Municipality Building. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

উত্তরপ্রদেশে জমি বিবাদের জের, কিশোরকে গলা কেটে খুন

লখনউ, ৩০ অক্টোবর: জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক কিশোরকে খুন করল দুষ্কৃতীরা। তরোয়াল দিয়ে ধড় থেকে কিশোরের মাথা আলাদা করে দেয় তারা। তার পর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কিশোরের মা। রাস্তায় কিশোরের দেহ পড়ে ছিল। ধড় এক দিকে, কাটা মাথা অন্য দিকে। পথচারীরা এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিলেন। পুত্রকে এ রকম অবস্থায় দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে তার মৃত্যু হয়েছে। শোকে বিহ্বল মহিলা পুত্রের কাটা মাথা কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। বুধবার ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি জমি নিয়ে কিশোরের বাবা রামজিৎ যাদবের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বিবাদ চলছিল অন্য একটি পরিবারের। বুধবার সেই ঝামেলা চরমে ওঠে। অভিযোগ, বুধবার দুপুরে

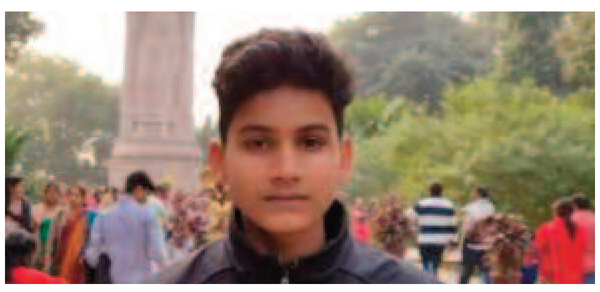

রাস্তা দিয়ে আসছিল বছর সতেরোর অনুরাগ। সেই সময় এক দল দুষ্কৃতী তাকে তাড়া করে। অনুরাগ পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। দুষ্কৃতীদের হাতে ধরা পড়ে যায় সে। অভিযোগ, তার পরই দুষ্কৃতীরা তরোয়াল দিয়ে অনুরাগের মাথা কেটে ফেলে। তার পর তারা পালিয়ে যায়। রাস্তায় এমন দৃশ্য দেখে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে খবর পেয়েছিল অনুরাগের পরিবার। তার মা এসে দেখেন পুত্রের ধড় এবং মাথা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। পুত্রের কাটা মাথা কোলে নিয়ে বসে পড়েন।

জৌনপুরের পুলিশ সুপার অজয় পাল শর্মা জানিয়েছেন, অনুরাগের বাবার সঙ্গে ৪০-৪৫ বছর ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই কিশোরকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কয়েক জন অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

সলমনকে খুনের হুমকি, নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার ট্যাটুশিল্পী

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর: লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নিশানায় সলমন খান। কৃষ্ণসার শিকারের প্রতিশোধ নিতে ভাইজানকে একের পর হুমকি দিয়ে চলেছে বিষ্ণোই গ্যাং। আতঙ্কের প্রহর কাটাচ্ছে সলমনের পরিবার। এর মধ্যেই নয়ডার এক ট্যাটুশিল্পী সলমনকে হুমকি বার্তা পাঠালেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ।

২০ বছর বয়সি ট্যাটু শিল্পীর নাম গুরফান খান। গত শুক্রবার বাবা সিদ্দিকির ছেলে জিশান সিদ্দিকিকেও হুমকি দেন ধৃত। তার পরেই তদন্ত শুরু করে মুম্বই পুলিশ। হুমকি বার্তায় বলা হয়, সলমন ও জিশানের মাথায় ঝুলছে মৃত্যুর খাঁড়া। তাঁদের হত্যা করার জন্য বড় ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ-ও বলা হয়, এই হুমকি বার্তা যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের সবটাই জানেন।

ফোন নম্বর ট্র্যাক করা শুরু করে মুম্বই পুলিশ।

অবশেষে গুরফানের খোঁজ পাওয়া যায়। নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। গুরফান জানিয়েছেন, নতুন হুমকি বার্তা পাঠিয়ে তিনি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। অর্থের বিনিময়ে খুনের ষড়যন্ত্র নিয়ে তথ্য দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ট্যাটুশিল্পীর। এই হুমকি বার্তায় সলমন ও জিশান বেশ আতঙ্কিত হবেন বলেও আশা করেছিলেন গুরফান। ভেবেছিলেন, কেউ এক জন হয়তো ভয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু গুরফানের সেই আশায় জল ঢেলেছে মুম্বই পুলিশ।

গত ১২ অক্টোবর জিশানের অফিসের সামনেই হত্যা করা হয় প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা বাবা সিদ্দিকিকে। এই খুনের দায় স্বীকার করেন লরেন্স বিষ্ণোই। তার পরেই বাড়ানো হয় সলমনের নিরাপত্তা। নিরাপত্তার খাতিরে নতুন বুলেটপ্রুফ গাড়ি পর্যন্ত কেনেন তিনি।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Spot Quotation vide Spot Quotation **No. 02/One Desktop set/C.M/2024-2025, Dt:-30-10-2024.** For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 60/PW/ Eng/24 Dt. 30.10.24

Visit to website www.wbtenders.gov.in

For details please contact to Tender Cell, AMC.

SE,
Asansol Municipal Corporation

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং [০১]। টেন্ডার নং. এইই_ডব্লুপি_পিএইচ৪২_পিএসিকে এসএস১। কাজের নাম ঃ** এইচটি এবং এলটি কেবল সহ প্যাকেজ সাব-স্টেশন সরবরাহ এবং স্থাপন। **বিজ্ঞাপন মূল্য (টাকায়) ঃ** ₹ ২, ৫১, ৭৬, ০০৪.৬০ (সমস্ত ট্যাক্স সহ)/অ্যালোকেসন হেড পিএইচ-সিএপি-৪২। **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি (টাকায়)** ঃ ₹ ২,৭৫,৯০০.০০। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকায়)** ঃ ₹ ০০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। দ্রষ্টব্য ঃ (i) টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ২৫/১১/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। **(ii) টেন্ডার আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** চীফ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। **(iii) যোগাযোগ নম্বর ঃ** ০৩৪১-২৫২৫২৪৬। **(iv) ইমেল আইডি ঃ omprakashswami30@gmail.com।** (v) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যেতে পারে।

PR5/677 সিইএসই/সিএলডব্লিউ

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

ইংল্যান্ড থেকে এক লক্ষ কেজি সোনা আনল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: দেশ জুড়ে ধনতেরাস পালনের আবহে ভারতের সোনা দেশে আনার উদ্যোগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। ইংল্যান্ড থেকে দেশে আনা হল ১০২ টন সোনা। মানে এক লাখ (৯২৫৩২.৮) কেজির কাছাকাছি। সুরক্ষার জন্য এত দিন এই সোনা লন্ডনের ভল্টে রাখা ছিল। এ বার তা দেশেরই কোনও সুরক্ষিত জায়গায় রাখা থাকবে।

আরবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের গচ্ছিত সোনার পরিমাণ ৮৫৫ টন। এর মধ্যে ভারতেই রয়েছে ৫১০.৫ টন সোনা। সুরক্ষার জন্য বিদেশের ভল্টে সোনা রাখায় ভারত দীর্ঘ সময় ধরেই নির্ভর করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা যে ভাবে বাড়ছে তাতে এখন দেশের সোনা দেশে রাখাই শ্রেয় বলে মনে করেন এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞেরা। কয়েক বছর আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদির সরকার ইংল্যান্ডের ভল্ট থেকে দেশে সোনা নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করতে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। সোনা নিয়ে আসার শুরুটা হয় ২০২২

সালের সেপ্টেম্বরে। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত ২১৪ টন সোনা দেশে নিয়ে আসা হল। গত মে মাসেই ১০০ টন সোনা আনা হয়েছিল।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, বিশেষ বিমানে করে এই সোনা দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে দেশের কোথায়, কী ভাবে এই বিপুল সম্পদ সুরক্ষিত রাখা হবে তা জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, গত পাঁচ বছরে ভারত ২০৩.৯ মেট্রিক টন সোনা কিনেছে। তার মধ্যে কিছু মজুত রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। কিছু পরিমাণ সোনা বিদেশের ব্যাঙ্কেও রাখা রয়েছে। অন্য দেশের সোনা রাখার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য জায়গা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড।

জানা যায়, ওই ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকটি ভূগর্ভস্থ ভল্ট রয়েছে। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের সোনা সেখানে ভাড়ার বিনিময়ে রাখা হয়। সোনা গচ্ছিত রাখার জন্য ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিপুল অঙ্কের ভাড়া দিতে হয়। অন্য দিকে, দেশের মাটিতে সোনা রাখার নিরাপত্তা নিয়ে আর তেমন প্রশ্ন নেই বলেই মনে করে আরবিআই।

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited by The Chairman, Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-599/ 2024-25	15/11/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Finance Officer,
Habra Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-24/24-25

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_766146_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_766160_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_766179_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএসটিই/কন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **০৬.১২.২০২৪ দুপুর ৩টা** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার উত্তর দক্ষিণ শাখার জন্য আইপি ভিত্তিক সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৮,০৬,৫০,৭৩২.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১৫,৫৩,৩০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৬ মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক/১২-২০২৪, তারিখ ঃ ৩০.১০.২০২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

স্বামী 'হিটলার নন', তুলনাটি 'ভয়ানক', দাবি প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার

নিউইয়র্ক, ৩০ অক্টোবর: ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ফ্যাসিবাদী', তিনি অ্যাডলফ হিটলারকে 'পছন্দ করতেন'; এমন অভিযোগ ওঠার পর সমালোচকদের আক্রমণের মুখে স্বামীর পক্ষে এগিয়ে এসেছেন প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী 'হিটলার নন' এবং তাঁকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করা 'ভয়ানক'।

ট্রাম্পের আমলে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করা জন কেলি সম্প্রতি বলেছেন, তাঁর প্রাক্তন বস তাঁকে বলেছিলেন, 'হিটলার কিছু ভালো কাজও করেছেন। তিনি অ্যাডলফ হিটলারের মতো কয়েকজন জেনারেল চান।' এ নিয়ে সমালোচনার মুখে গত সোমবার এক নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি নাৎসি নই। আমি নাৎসিদের বিপক্ষে।'

পরদিন মঙ্গলবার 'ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেলানিয়া এ বিষয়ে স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলেন, 'তিনি হিটলার নন এবং তাঁর সব সমর্থক তাঁর পেছনে আছেন, কারণ তাঁরা দেশকে সফল দেখতে চান।' সাক্ষাৎকারে মেলানিয়া আরও

বলেন, নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে তিনি যে সমর্থন জানিয়েছেন, তাতে তাঁর স্বামী প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'খুব একটা অবাক হননি'।

২০২২ সালের জুনে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় আমেরিকার মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকারের বিপক্ষে যায়। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতিদের মধ্যে রক্ষণশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁদের কয়েকজন ট্রাম্পের আমলে নিয়োগ পেয়েছেন। মেলানিয়া তাঁর স্মৃতিকথায় গর্ভপাতের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকারের বিষয়টি আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে।

মেলানিয়া বলেন, 'আমার স্বামী আমাদের দেখা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আমার অবস্থান, আমার বিশ্বাস সম্পর্কে জানেন। তাই এটা তাঁর জন্য খুব একটা বিস্ময়ের ছিল না। তিনি এটা সম্পর্কে জানতেন।'

এবার ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় মেলানিয়াকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনি স্বামীকে শুভকামনা জানাতে এবং তাঁর নিরাপত্তা কামনা করতে ভোলেননি বলেও জানিয়েছেন।

ট্রাম্পের সমাবেশে কমলা হ্যারিসকে 'যৌনকর্মী' অ্যাখ্যা!

নিউইয়র্ক, ৩০ অক্টোবর: প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে 'বর্ণ ও লিঙ্গবিদ্বেষী', 'অশালীন' এবং 'কুরুচিপূর্ণ' কথা বলা অব্যাহত রেখেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর বন্ধুরা।

গত রবিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে জনসমাবেশ করেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি কমলাকে 'একজন ধ্বংসাত্মক মানুষ, যিনি নিজের চলার পথে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে যান' বলে বর্ণনা করেন। ট্রাম্প এদিন মঞ্চে বক্তৃতা দিতে আসার আগে তাঁর কয়েকজন বন্ধু বক্তৃতা করেন। তাঁদের একজন পুয়ের্তো রিকোকে 'বর্জ্যের ভাসমান দ্বীপ' বলেন। অন্য একজন বলেন, কমলা হ্যারিস, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে চাইছেন, তিনি 'তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছেন একজন যৌনকর্মী হিসেবে'।

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সমাবেশ নিয়ে একটি খবরে বলা হয়, সে রাতে সমাবেশে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান টনি হিঞ্চক্লিফে বলেন, 'আমি জানি না, আপনারা হয়তো জানতে পারেন, এ মুহূর্তে সমুদ্রের মাঝখানে সত্যিই একটি ভাসমান

বর্জ্যের দ্বীপ রয়েছে। আমার মনে হয়, এটাকে পুয়ের্তো রিকো নামে ডাকা হয়।'

ট্রাম্পের শৈশবের বন্ধু ডেভিড রেম কমলাকে 'খ্রিষ্টধর্মের বিরোধী' এবং 'শয়তান' বলে উল্লেখ করেন। ব্যবসায়ী গ্রান্ট কারডন উপস্থিত ভিড় লক্ষ করে বলেন, 'কমলা এবং তাঁরদালালেরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেবে।' সমাবেশ মঞ্চে ট্রাম্প এবং তাঁর বন্ধুদের এমন বক্তব্যের পর রিপাবলিকান দলেও এসব বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। ওই সমালোচনার জবাবে গতকাল মঙ্গলবার ট্রাম্প ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সমাবেশকে 'ভালোবাসার উৎসব' বলেছেন। তবে তাঁর মিত্রদের বক্তব্য নিয়ে তিনি এদিন কোনো কথা বলেননি।

গত রবিবার রাতের এই সমাবেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে। ট্রাম্প বলেন, 'এমন ভালোবাসা কেউ কখনও পায়নি।' সমাবেশে ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া হাজির হয়েছিলেন। ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারে মেলানিয়াকে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। মেলানিয়া ছাড়াও মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ওই সমাবেশে এসেছিলেন। আগামী ৫ নভেম্বর আমেরিকায় ভোট হচ্ছে। যদিও দেশজুড়ে আগেই আগাম ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের জনমত সমীক্ষায় ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

N.I.T. No. 01 of 2024-2025 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for **Gr- (A)** Repairing of 7 no's Pump set of different make under Katwa (A-I) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman. **Gr- (B)** Procurement of Materials for Repairing & Renovation of (PVC) pipe for different MI installations under Katwa (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division. Under Katwa (A-I) Sub Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 & 2908 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application **13.11.2024** and last date availability of tender paper **13.11.2024** up to 2.00 P.M.

Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 155 to 158/2024-2025 Dated- 30-10-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Dakshin Dinajpur, Malda & Nadia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **31-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-11-2024 upto 3.00 pm**

Date : 30.10.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

হায়দরাবাদ জয় মোহনবাগানের

আইএসএলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চতুর্থ জয় পেল মোহনবাগান। প্রতিযোগিতায় নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসিকে ২-০ ব্যবধানে হারাল সবুজ-মেরুন শিবির। অ্যাওয়ে ম্যাচে এই জয়ের ফলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল হোসে মোলিনার দল।

ডার্বিজয়ের ১১ দিন পর একই ছন্দে দেখা গেল শুভাশিস বসু, মনবীর সিংহদের। ডার্বি জয়ের পর অনেক সময় বড় ক্লাবের ফুটবলারদের মধ্যে শিথিলতা দেখা যায়। পেশাদার ফুটবলে অবশ্য এমন মানসিকতার জায়গা নেই। মোলিনার ফুটবলারদের মধ্যেও তেমন কোনও শিথিলতা দেখা যায়নি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ বিরতিও ছন্দ নষ্ট করেনি সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের।

আগের ম্যাচেই মহমেডান স্পোর্টিংকে ৪ গোল দেওয়া হায়দরাবাদকে বুধবার মোহনবাগানের সামনে বিপজ্জনক মনে হয়নি। প্রথম থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলেন অনিরুদ্ধ থাপা, জেমি ম্যাকলারেন, গ্রেগ স্টুয়ার্টেরা। অধিকাংশ সময় তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই বল রেখেছিলেন। দুই উইং ব্যবহার করে একের পর এক আক্রমণ তৈরি করেছেন মোহন ফুটবলারেরা। যদিও ম্যাচের ৪ মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে হায়দরাবাদ। প্রথম দিকে মোহন রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করেন তাঁরা। তাতে লাভ হয়নি। সতর্ক ছিলেন মোহনবাগান ফুটবলারেরা। ১৯ মিনিটের মাথায় স্টুয়ার্টের কাছ থেকে প্রতিপক্ষের বক্সে বল পান মনবীর। গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। যদিও ৩৭ মিনিটে তিনিই এগিয়ে দেন মোহনবাগানকে। সহজ সুযোগ নষ্ট করেন অনিরুদ্ধ। সুযোগ সন্ধানী মনবীর বল পেয়ে গোল করেন। এর আগে ৩০ মিনিটে হায়দরাবাদের গডার্ডের শট অল্পের জন্য বারের উপর দিয়ে চলে যায়। না হলে আয়োজকেরা এগিয়ে যেতে পারত। ৪৩ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন মনবীরও।

১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধেও প্রেসিং ফুটবল থেকে সরেননি মোলিনার ফুটবলারেরা। ৫০ মিনিটে হায়দরাবাদের রক্ষণের ভুলে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি সাহাল সামাদ। দ্বিতীয় গোলের জন্য অবশ্য মোহনবাগানকে বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ৫৫ মিনিটের মাথায় গ্রেগ স্টুয়ার্টের নেওয়া ফ্রিকিক থেকে হায়দরাবাদ বক্সে বল পান মোহন অধিনায়ক শুভাশিস। হেড দিয়ে গোল করেন তিনি। মিনিট দুয়েক পরই ব্যবধান কমানোর সহজ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন হায়দরাবাদের অ্যালেন। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। ৬৫ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রেতোস এবং লিস্টন কোলাসোকে নামান মোলিনা। শেষ দিকে জেসন কামিন্সকেও নামান মোহন কোচ। তাতেও ব্যবধান আর বাড়েনি।

লজ্জা এড়াতে নেটে ৩৫ জন বোলারের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজটা ২ ০ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে সেটিই ভারতীয়দের সর্বশেষ ধবলধোলাই হওয়ার ঘটনা।

দুই যুগ পর আবারও সেই শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বেঙ্গালুরু ও পুনে টেস্ট হেরে এরই মধ্যে নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ খ ইয়েছে ভারত। শুক্রবার মুম্বাইয়ে শুরু হতে চলা শেষ টেস্টেও হেরে গেলে ২৪ বছর পর নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হবে তারা।

সেই লজ্জা থেকে বাঁচতে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঐচ্ছিক অনুশীলনকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। শুধু তা,ই নয়, ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বোলিং আক্রমণ ভালোভাবে সামাল দিতে রোহিত, কোহলি,পন্তদের নেট অনুশীলনে ৩৫ জন বোলার ডাকা হয়েছে, যাঁদের বেশির ভাগই স্পিনার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানতে পেরেছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়শনের (এমসিএ) কাছে বেশিসংখ্যক নেট বোলার নিয়ে আসার অনুরোধ করে। দুই দিন বিরতির পর ওয়াংখেড়েতে আজ পুরোদমে অনুশীলন করেছে রোহিতদের দল। ব্যাটসম্যানদের পর্যাপ্ত অনুশীলন নিশ্চিত করতে ৩৫ জন নেট বোলার দীর্ঘ সময় বল করেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্পিনার ছিলেন।

আগের দুই টেস্টে ভারতের ৪০ উইকেটের ২১টিই নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের স্পিনার মিচেল স্যান্টনার, এজাজ প্যাটেল ও গ্লেন ফিলিপস। পুনে টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছেন স্যান্টনার। এই বাঁহাতি স্পিনার একাই নিয়েছিলেন ১৩ উইকেট, যা ভারতের মাটিতে এক টেস্টে কোনো সফরকারী বোলারদের তৃতীয় সেরা বোলিং।

ওয়াংখেড়ের পিচও ঐতিহ্যগতভাবে স্পিনারদের বেশি সহায়তা করে থাকে। এই মাঠে টেস্টে শীর্ষ দুই উইকেটশিকারিই স্পিনার; ভারতের অনিল কুম্বলে ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দুজনেরই উইকেট ৩৮টি করে। অশ্বিন এবার কুম্বলেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ভারতের আরেক স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা এই মাঠে একটিমাত্র টেস্ট খেলে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আরও জানিয়েছে, গতকাল সারা দিন ওয়াংখেড়ের পিচ উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল এবং পিচে কোনো ঘাস ছিল না। মাঠকর্মীরা বেশ কয়েকবার পিচে পানি ছিটিয়েছেন এবং তপ্ত রোদে শুকানোর জন্য খোলা রেখেছেন। ওয়াংখেড়ের পাশেই আরব সাগর। সেখান থেকে আসা মৃদু বাতাস দিনের শুরুতে পেসারদের সহায়তা করে থাকে। তবে দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পিচ স্পিনবান্ধব হয়ে ওঠে।

ফখরের বাদ পড়া নিয়ে রিজওয়ান, সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ফখর জামানকে বাদ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাঁকে রাখা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজের দলেও। পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান এ নিয়ে কথা বলেছেন। রিজওয়ানের দাবি, সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই টেস্টে পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়েন বাবর আজম। তবে বাদ দেওয়া হতে পারে খবর শুনেই প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পিসিবির সমালোচনা করেছিলেন ফখর। পিসিবি এ জন্য তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল এবং ফখ র সেই নোটিশের জবাবও দিয়েছিলেন। তখন অনেকে আঁচ করেছিলেন, অস্ট্রেলিয়া সফরের দল থেকে বাদ পড়তে পারেন বাঁহাতি এই ওপেনার।

পরে তো দেখা গেল, শুধু অস্ট্রেলিয়া সফর নয় জিম্বাবুয়ে সফরেও পাকিস্তান দলে নেই ফখর। বাবরকে ফেরানো হয় অস্ট্রেলিয়া সফরে। এ দুটি সফরের দল ঘোষণার দিন কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও ৮ বছর পর বাদ পড়েন ফখর।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ফখরের বাদ পড়ার বিষয়ে এর আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'টুইট (এক্সে পোস্ট) একটি কারণ, তবে বড় কারণ ছিল ফিটনেস।'

৩৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে সাংবাদিকদের রিজওয়ান বলেছেন, 'ফখরের অবদান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তার প্রভাব এমন, যেকোনো কন্ডিশনে একাই ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে পারে। সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই, আমরা তার সম্ভাব্য ফেরা নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি, ব্যাপারটা দ্রুতই সমাধান হবে।'

রিজওয়ানকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের দায়িত্ব দেয় পিসিবি। এরপর পাকিস্তান জাতীয় দলে সাদা বলের কোচের দায়িত্ব ছাড়েন দক্ষিণ আফ্রিকান গ্যারি কারস্টেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান বাসিত আলী বলেছিলেন, 'রিজওয়ানকে অধিনায়ক বানানোর পরই সবকিছুর শুরু। কারস্টেন নেতৃত্বে অন্য কোনো খেলোয়াড়কে চেয়েছিলেন। এমন কাউকে, যে বর্তমান এই দলে নেই। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর পুরো কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু তিনি বোঝেননি যে আমাদের দেশে এক রাতের মধ্যে পিসিবির চেয়ারম্যানই বদলে যেতে পারে।'

রিজওয়ানের কাছে সাদা বলে নতুন কোচ নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান অধিনায়ক জানিয়েছেন, কোচ যে-ই হোক, তাঁর দল যেকোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত, 'ব্যক্তিগত লক্ষ্য নয়, পাকিস্তানের হয়ে খেলাতেই আমাদের মনোযোগ। প্রধান কোচ যিনিই হোন, লক্ষ্য অর্জনে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের সিরিজ শুরু ৪ নভেম্বর, শেষ ১৮ নভেম্বর। জিম্বাবুয়ে সিরিজ শুরু ২৪ নভেম্বর, শেষ ৫ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৭টি ছক্কার রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিজেদের ১৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙল দক্ষিণ আফ্রিকা। চট্টগ্রাম টেস্টে এডেন মার্করামেরা ১৭টি ছক্কা মেরেছেন। এর আগে কোনও টেস্ট ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারেরা এত ছক্কা মারতে পারেননি।

২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে টেস্টের এক ইনিংসে ১৫টি ছয় মেরেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারেরা। এত দিন পর্যন্ত কোনও টেস্ট ইনিংসে সেটাই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সব চেয়ে বেশি ছয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭টি ছয় মেরে নতুন রেকর্ড গড়লেন প্রোটিয়ারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের মধ্যে টোনি ডে জরেজ ৪টি, ট্রিস্টান স্টাবস ৩টি, ডেভিড বেডিংহ্যাম ৪টি, উইয়ান মুলডার ৪টি এবং সেনুরান মুথুস্বামী ২টি ছয় মেরেছেন। জরেজরি ১৭৭, স্টাবসের ১০৬ এবং মুলডারের অপরাজিত ১০৫ রানের ইনিংসের সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে ৫৭৫ রান তুলে ডিক্লেয়ার করেছে। জবাবে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের রান ৪ উইকেটে ৩৮।

'রোনালদো দানব, মেসি দানবের বাবা'

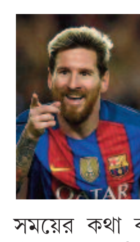

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিটির সংবাদ সম্মেলনে ব্যালন ডি'অর নিয়ে কথা বলেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। স্প্যানিশ ফুটবলে ভূয়সী প্রশংসা করে গার্দিওলা বলেছেন, জাভি হার্নান্দেজ ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাও ব্যালন ডি'অর জিততে পারতেন। কিন্তু লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন স্পেন ও সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রি। তার প্রশংসা করতে গিয়ে স্প্যানিশ ফুটবলের প্রসঙ্গ টানেন গার্দিওলা, 'গত ১০-১৫ বছরে বিশ্বে স্প্যানিশ ফুটবলের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা শুধু ট্রফি জয়ের বিচারে নয়, যেভাবে তারা খেলে এবং খেলোয়াড় ও কোচদের প্রজন্ম মিলিয়েও।' গত দশকে স্প্যানিশ ফুটবলের অবিশ্বাস্য উন্নতির প্রসঙ্গ টেনে গার্দিওলা আরও বলেছেন, 'জাতীয় পর্যায়ে আলাদা সব কোচ ও অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়দের নিয়ে গত দশকে স্প্যানিশ ফুটবল অবিশ্বাস্য কাজ করেছে। বিশ্বকাপ জিতেছে, ইউরোও জিতেছে কিন্তু কখনো এই ট্রফি (ব্যালন ডি'অর) জিততে পারেনি।'

১৯৬০ সালে লুইস সুয়ারেজের পর দ্বিতীয় স্প্যানিশ হিসেবে এবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন রদ্রি। গার্দিওলা বার্সায় তাঁর সময়ের উদাহরণও দিয়েছেন। আর সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি টেনেছেন মেসি ও রোনালদোকে। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বার্সার কোচ ছিলেন গার্দিওলা। তাঁর সময়ে মেসি, জাভি, ইনিয়েস্তা, সের্হিও বুসকেটস, কার্লোস পুয়োল, ডেভিড ভিয়াদের নিয়ে 'স্বপ্নের দল' গড়েছিল বার্সা। 'ট্রেবল' জয়ের পাশাপাশি সে সময় বিশ্ব ফুটবলে রাজত্ব করেছে গার্দিওলার বার্সা।

গার্দিওলা সে সময়ের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'সে সময়ে মনে আছে বার্সেলোনার একাডেমি থেকে উঠে আসা তিনজন খেলোয়াড় ব্যালন ডি'অর জয়ের জন্য মনোনীত হয়েছিল। জাভি ও ইনিয়েস্তা জিততে পারেনি; কারণ, সে সময়ে একটা দানব ছিল;মেসি। ক্রিস্টিয়ানো ছাড়া কেউ তাকে হারাতে পারেনি।'

২০১০ ব্যালন ডি'অর মেসি জিতলেও ভোটের ভিত্তিতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন ইনিয়েস্তা ও তৃতীয় হয়েছিলেন জাভি। ২০০৯ ও ২০১১ সালেও তৃতীয় হন জাভি। ইনিয়েস্তা তৃতীয় হন ২০১২ সালে। ২০০৯ থেকে ২০১২;এই চার বছরই ব্যালন ডি'অর জিতেছেন মেসি। রোনালদো প্রথম ব্যালন ডি'অর জেতেন ২০০৮ সালে। এরপর ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে সর্বশেষ ব্যালন ডি'র জেতেন পর্তুগিজ এই কিংবদন্তি। সব মিলিয়ে রেকর্ড আটবার এই পুরস্কার জিতেছেন মেসি। রোনালদো জিতেছেন পাঁচবার। ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মেসি-রোনালদোর বাইরে আর কেউ ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের এই ট্রফি জিততে পারেননি।

জাভি-ইনিয়েস্তার ব্যালন ডি'অর জিততে না পারার প্রসঙ্গে মেসি-রোনালদোকে টেনে গার্দিওলা আরও বলেছেন, 'ক্রিস্টিয়ানো দানব ছিল আর মেসি দানবের বাবা। গত ১৫-২০ বছরে দুজনেই অবিশ্বাস্য খে লেছে। হয়তো তখন জাভি-ইনিয়েস্তাও ব্যালন ডি'অর জয়ের যোগ্য ছিল। তাই আমার মনে হয় বিশ্বব্যাপী স্প্যানিশ ফুটবলের যা পাওয়ার ছিল, গতকাল (পরশু) সেটাই পেয়েছে রদ্রি।'

ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে মেসি-রোনালদোর গোলসংখ্যা ১৭০০,এর বেশি। রোনালদোর গোলসংখ্যা ৯০৭, মেসির ৮৪৯। ৩৭ বছর বয়সী মেসি এখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন। ৩৯ বছর বয়সী রোনালদো খেলছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে।

এই ৬ তরুণের কাঁধে বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমরা অভিনব। তারা কখনো আমাদের মতো হতে পারবে না। লা মাসিয়ার তরুণদের নিয়ে আমরা দারুণ এক দল। কী দারুণ ছন্দ! দারুণ গর্বের বিষয়';এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদকে ৪,০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর পোস্টটি করেন বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে। নিজের সাবেক দলের প্রশংসায় পিকে এই পোস্ট দিলেও বার্সায় তারুণ্যের জয়জয়কার নিয়ে বলা কথাগুলো একেবারেই মিথ্যা নয়।

হান্সি ফ্লিকের অধীনে বার্সার বদলে যাওয়ার পেছনে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করছে, তারুণ্যের ছোঁয়া তার অন্যতম। গত কয়েক মৌসুম ধরেই অবশ্য বার্সায় তারুণ্যের আধিপত্য দেখা যাচ্ছিল, বেশ কজন সম্ভাবনাময় তরুণকে তারা তুলে আনে নিজেদের খে লোয়াড় তৈরির আঁতুড়ঘর লা মাসিয়া থেকেই।

যাঁদের বেশ কজন এখন বিভিন্ন পজিশনে বার্সাকে দারুণ দৃঢ়তা এনে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে যে তরুণেরা বার্সাকে নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ াচ্ছেন, তাঁরা হলেন লামিনে ইয়ামাল, পাউ কুবরেসি, আলেহান্দ্রো বালদে, মার্ক কাসাদো, পেদ্রি ও ফেরমিন লোপেজ।

লামিনে ইয়ামাল
উইঙ্গার, ১৭ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স এখনো ১৭ পেরোয়নি, এরই মধ্যে নিজেকে বিশ্বসেরা তারকাদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন লামিনে ইয়ামাল। অভিষেকের পর থেকে মাঠে নেমে প্রায় প্রতিনিয়ত নিজের জাদু দেখিয়ে চলেছেন এই উইঙ্গার। সর্বশেষ এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পথেও খে লেছেন দুর্দান্ত ফুটবল। গোল করে ভেঙেছেন ক্লাসিকোয় সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ডও।

খেলার ধরন এবং ম্যাচের ওপর প্রভাবের কারণে অনেকে তাঁকে লিওনেল মেসির সঙ্গেও তুলনা করতে শুরু করেছেন। এমনকি ক্লাসিকোর পর রিয়ালের এক সমর্থককে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়, 'ইশ, সে যদি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলত।' এমন একজন ফুটবলারকে খেলানোর স্বপ্ন তো অবশ্য যেকোনো ক্লাবই দেখে। যদিও বাস্তবতা বলছে ভবিষ্যতে বার্সার দিনবদলের অন্যতম সারথি হতে যাচ্ছেন লা মাসিয়া থেকে উঠে আসা এই স্প্যানিয়ার্ড।

পাউ কুবারসি
সেন্টার ব্যাক, ১৭ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্নাব্যুতে রিয়ালকে অফসাইডের ফাঁদে আটকে দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিলেন বার্সা সেন্টারব্যাক পাউ কুবারসি। বয়স মাত্র ১৭ বছর হলেও রক্ষণে এরই মধ্যে দারুণ পরিপক্কতা দেখাচ্ছেন কুবারসি। বিশেষত ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে অফসাইডে বোতলবন্দী করে রাখার ক্ষেত্রে কুবারসি দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু এই ম্যাচেই নয়, গত মৌসুমে পেশাদার ফুটবলে যাত্রা শুরুর পর থেকেই কুবারসি নিজের জাত চেনাচ্ছেন। সামনের দিনেও বার্সার রক্ষণে অতন্দ্র হিসেবে বড় দায়িত্ব থাকবে তাঁর কাঁধে।

আলেহান্দ্রো বালদে
লেফট ব্যাক, ২১ বছর

ইয়ামাল ও কুবারসির তুলনায় বয়সটা একটু বেশিই। অথচ এরপরও আলেহান্দ্রো বালদের বয়স মাত্র ২১। বার্সার হয়ে যখনই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন। এল ক্লাসিকোতেও নিজের কাজটা ঠিকঠাক সম্পন্ন করেছে এই লেফটব্যাক।

রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি আক্রমণেও দারুণভাবে ভূমিকা রাখ তে পারেন এই বালদে। রিয়ালের বিপক্ষে লেভানডফস্কির দ্বিতীয় গোলটিতেও ছিল তাঁর সহায়তা। গত মৌসুমে চোটের কারণে অনেকটাই মিস করেছেন এই ডিফেন্ডার। তবে পূর্ণ ফিট বালদে কী করতে পারেন, সে প্রমাণ এরই মধ্যে দিয়েছেন। সামনের দিনেও চোখ থাকবে তাঁর ওপর।

মার্ক কাসাদো
মিডফিল্ডার, ২১ বছর

নতুন দিনের বার্সা যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, মার্ক কাসাদো তার অন্যতম। অথচ একপর্যায়ে আস্থার অভাবে ক্লাব ছাড়তে চেয়েছিলেন এই মিডফিল্ডার। জাভি হার্নান্দেজের অধীনে সেভাবে মূল্যায়িত না হলেও ফ্লিক এসেই কাসাদোকে সামনে নিয়ে আসেন। প্রাক্ ,মৌসুমে ভালো করার পর চলতি মৌসুমেও প্রতিনিয়ত মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন কাসাদো। ক্লাসিকোয় রাফিনিয়ার গোলে সহায়তাও করেছিলেন কাসাদো। তবে মাত্র যাত্রা শুরুটা হলো বলে, এখনো যেতে হবে বহুদূর।

পেদ্রি
মিডফিল্ডার, ২১ বছর

জাভির অধীনেই নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেছিলেন পেদ্রি। কিন্তু এখন পেদ্রিকে ছাড়া বার্সাকে যেন কল্পনাই করা যায় না। বার্সার মিডফিল্ডে সুর বেঁধে দেওয়ার কাজটা তিনিই করেন। ২১ বছর হলেও বল পায়ে গেলে পেদ্রি যেন অনেক দিনের অভিজ্ঞ এক ফুটবলার। অভিষেকের পর থেকে দলের প্রয়োজনে অসংখ্য ম্যাচে অবদান রেখেছেন তিনি। শুরুতে অবশ্য তাঁকে নিয়ে শঙ্কা ছিল অনেক। কত দূর ভালো করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকেই। পারফরম্যান্স দিয়েই অবশ্য সেসবের জবাব দিয়েছেন পেদ্রি। রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচটিই ধরা যাক, সেদিন তাঁর চেয়ে বেশি পাস আর কোনো খেলোয়াড় সম্পন্ন করতে পারেননি। ৫৮ পাসের ৫৩টিই সম্পন্ন করেছিলেন পেদ্রি।

ফেরমিন লোপেজ
মিডফিল্ডার, ২১ বছর

এল ক্লাসিকোয় ফেরমিন লোপেজকে একাদশে রাখা নিয়ে শঙ্কা ছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর ভরসা রেখেছিলেন ফ্লিক। সেদিন প্রথমার্ধে পেদ্রি ও কাসাদোকে ভালোই সঙ্গে দেন লোপেজ। এরপর অবশ্য তাঁর বদলে কৌশলগত কারণে ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে নামান বার্সা কোচ। সামনেও অবশ্য লোপেজকে দলে জায়গা পেতে লড়াই করতে হবে।

দানি ওলমোর কাছ থেকেও মিডফিল্ডে জায়গা পাওয়া নিয়ে পেতে পারেন চ্যালেঞ্জ। তবে এরই মধ্যে যেকোনো চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সক্ষমতা যে তাঁর আছে, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন লোপেজ। পাশাপাশি আস্থাও অর্জন করেছেন ফ্লিকের। এখ ন শুধু ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**